কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২২ আষাঢ় - ২৮ আষাঢ়, ১৪২৫ ঃ ৭ জুলাই - ১৩ জুলাই, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 37, 7 July - 13 July, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তি নিয়ে চলছে

চরম তোলাবাজি। পথে নেমে ঘুরছেন মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। পুলিশ নামাতে হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখেও ব্যর্থতা স্বীকার করছে না সরকার।

রবিবার : কলকাতায় এখন মাদকের রমরমা বাজার। শহরের

অলিগলি থেকে বার-ডিস্কো থেক সবই মাদক সেবনের স্বর্গরাজ্য। কলকাতা স্টেশনে ধরা পড়ল ৩৯ কোটি টাকার ১৯৭ কিলোগ্রাম মাদক। সঙ্গে ৫ চিনা যুবক।

সোমবার : নয়া দিল্লির বুরারি এলাকায় একটি বাড়িতে একই

পরিবারের ১১ জনের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সারা দেশে। একই ছাদের নীচে পর পর ঝুলছে হাত-মুখ-চোখ বাঁধা ১০টি দেহ। অন্যটি পড়ে আর একটি ঘরে। তদন্ত চলছে।

মঙ্গলবার : তিলোত্তমা সংস্কৃতির শহরে এখন তোলাবাজি

সিন্ডিকেটের পীঠস্থান। কয়েকদিন আগে দাদাগিরি আর তোলাবাজির জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গড়িয়া-ফুলবাগান মেট্রোর কাজ। পুলিশের নিরাপত্তার আশ্বাসে ফের শুরু হয়েছে কাজ। কিন্তু কত দিন?

বুধবার : সারদা কেলেঙ্কারিতে তদন্তের জল ফের নড়ে উঠেছে। সামনে আসছে লোকসভা নির্বাচন।

তাই কি এই কম্পন? প্রশ্ন চারদিকে। তবে সিবিআই জানিয়েছে চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ হবে শীঘ্রই।

বৃহস্পতিবার : কলা বিভাগে প্রবেশিকার প্রথা ছিল। উঠে গেল

কাউন্সিলরের সিদ্ধান্তে। বহাল হল পড়ুয়াদের বিক্ষোভে। কিন্তু আবার তা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কাউন্সিল। ফের শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। ছেলেখেলা চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শুক্রবার : অনেক হয়েছে রাজনীতি। এবার হোক উন্নয়ন।

অবস্থান বদলে জনস্বার্থে জমি অধিগ্রহণে সায় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য জমি জটে আটকে রয়েছে বহু প্রকল্প যার প্রভাব পড়তে পারে আগামী নির্বাচনে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

সংস্কারে অনীহা কাল হল শাসকের

ওঙ্কার মিত্র

ছাত্র রাজনীতি চিরকালই হিংসাত্মক। কংগ্রেস আমলে ছাত্র পরিষদের দাপটে কাঁপত কলেজ প্রশাসন। শেষ দিকে টক্কর শুরু হয় বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে। তখন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত, সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়া শিক্ষার মূলোৎপাটন প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে মেধার দলকে। বিপ্লবের নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছে অরাজকতা ও হিংসার পীঠস্থান। বাম শিক্ষার রাজনীতিতে হিংসার বলি কত? তার পরিসংখ্যান দিলে এই প্রতিবেদন গবেষণাপত্রে পরিণত হবে। ক্ষমতায় এসে বাম নেতারা হিংসাত্মক রাজনীতিকে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েমের সংগঠিত রূপ দিয়েছেন। হুমকি, তোলাবাজি কোনও কিছুই তাতে বাদ যায় নি। শিক্ষা প্রশাসনে চলেছে শাসক দলের দাদাগিরি। এই পথেই নাকি বিপ্লব আসবে। তৈরি হবে শ্রেণিহীন সমাজ। যাই হোক মোহভঙ্গ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর। রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। কলেজে কলেজে বাম রাজনীতির দখল নিয়েছে বর্তমান শাসকদলের ছাত্র সংগঠন। অর্থাৎ এ রাজ্যের ছাত্র রাজনীতি চিরকালই মূল রাজনীতির হাতিয়ার। যার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের একাধিপত্য কায়েম করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। মা-মাটি-মানুষের আমল

বিড়ম্বনা

- অন লাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া সফল হলেও তা বাতিল।
- অরাজনৈতিক ছাত্র কাউন্সিল আইন পাশ হলেও তা আটকে দেওয়া।
- বিদ্যালয় শিক্ষায় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কমিটি থেকে বাদ দিলেও কলেজে চলছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।
- মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে তোলাবাজি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর না করা।

দেখাল এখন এই ফায়দার সঙ্গে শুধু রাজনীতি নেই, আছে দুবর্ত্তায়ন। মাস দুয়েক আগে শাসক দলের যুবরা দেখিয়েছিল কিভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করতে হয়। যার নিট ফল এখনও সুপ্রিম কোর্টে লটকাচ্ছে গ্রাম বাংলার ভাগ্য। যুবদের পথ ধরেছে পড়ুয়ারা। এরও কিছু ফল নিশ্চয়ই মিলবে।

অথচ রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। শিক্ষার রাজনীতিতে বদল আনতে প্রথম দিকে সরকার যেসব উপকরণের নৈবেদ্য সাজিয়েছিল সেসব সরিয়ে ফেলা হল মন্ত্রিত্ব বদলে। অরাজনৈতিক ছাত্র কাউন্সিলের আইন পাশ হয়েও বলবৎ হল না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল অন লাইন ভর্তি প্রক্রিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগু করার সিদ্ধান্ত হলেও তা বদলে ফেলা হল রাজনৈতিক তন্ত্র সাধনার স্বার্থে। যার নিট ফল শিক্ষামন্ত্রী তথা দলের মহাসচিব তো দূরস্থান খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের একঅদ্বিতীয়ম সর্বোচ্চ নেত্রীকে অবজ্ঞা। দলের উপরে দল তৈরি হওয়া। দলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য! পাঁচ বছর আগে যা কল্পনাও করা যেত না আজ তাই ঘটছে চোখের সামনে। অসহায় লাগছে নেত্রীকে। সামলাতে না পেরে পুলিশ ডাকছেন, নিজে ছুটছেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন, ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব বদলে দিচ্ছেন। কিন্তু উপরের ডালপালা ছাঁটলে শিকড়ের রস আটকানো যায় না।

এরপর পাঁচের পাতায়

মেছো ভেড়ি নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কুলতলিতে গুলিবিদ্ধ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মেছো ভেড়ির জল ছাড়াকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে গুলিও চলে। ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত মাধবপুর এলাকায়। ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত কুলতলি থানার পুলিশ এক মহিলা সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

দীর্ঘদিন ধরে এই মেছো ভেড়ির দখল নিয়ে স্থানীয় বিপচাঁদ হালদারের সঙ্গে জবেদ আলি গাজির গণ্ডগোল ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর জয়নগরের বাসিন্দা শাহ আলম নামে এক ব্যক্তির কাছে থেকে কুড়ি বিঘার মেছো ভেড়িটি মাছ চাষের জন্য লিজ নিয়েছিলেন বিপচাঁদ। কিন্তু তার এই লিজ নেওয়া ফিসারিতে ঠাকুরান নদীর নোনা জল ঢুকতে বাধা দিচ্ছিলেন জবেদ আলি গাজি নামে পাশের ফিসারির মালিক। প্রতিমাসেই ফিসারিতে জল ঢোকানোর জন্য বিপচাঁদের কাছে জবেদ টাকা দাবি করতেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজীব দাস হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা

হাসপাতালে নিষিদ্ধ পল্লির ছায়া

কল্যাণ রায়চৌধুরী ● বারাসত

রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং সেই মর্মে রাজ্যের সবকটি জেলা হাসপাতালগুলিতে নির্দেশিকাও জারি করেন। তাঁর সেই নির্দেশিকা মেনে কাজ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ বারাসত জেলা হাসপাতাল চলতি বর্ষের গোড়ায় রাজ্যের মধ্যে সেরার শিরোপা অর্জন করে। বলাবাহুল্য, হাসপাতাল সুপার সুব্রত মণ্ডলের প্রচেষ্টায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও এসেছে চিকিৎসার জন্যে। শুধু তাই নয়, খুব শীঘ্রই বারাসত জেলা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। এই মর্মে সম্প্রতি এই হাসপাতাল পরিদর্শন করে যান কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল শৈবাল মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক অন্তরা আচার্য, সিএমওএইচ ডা. রাঘবেশ মজুমদার, হাসপাতাল সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল, বিশিষ্ট

চিকিৎসক ডা. অলোক কুমার মৌলিক প্রমুখ।

বারাসত জেলা হাসপাতাল যখন এহেন একটি উজ্জ্বল প্রাপ্তি যোগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তখন তাকে ঘিরে নিষিদ্ধ পল্লির মতো কলঙ্কের অভিযোগ উঠে আসছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক জানান, এখানে বেশ কিছুদিন ধরে কখনও মধ্যমগ্রাম, শাসন, বেলিয়াঘাটা, লেবুতলা, হাবড়া সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে রাত্রে পেশেন্ট পার্টি সেজে হাসপাতালের ভিতর থেকে প্লাস্টিক, মশারি ইত্যাদি কিনে শুয়ে থাকে। সাধারণত এদের আস্তানা হাসপাতালের মর্গ সংলগ্ন এলাকা, টিকিট কাউন্টার ও হাসপাতালের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি। রোগীর বাড়ির লোকজন ইতিমধ্যে এক মহিলাকে ধরে মারধরও করেছে বলে জানান তারা। জনৈক রোগীর এক আত্মীয় লালচাঁদ মোল্লা নামক এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পুলিশ টাকা নিয়ে এদের ছেড়ে দেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযোগ, হাসপাতালের ওয়াড মাস্টার রাত বারোটায় ঘুমোতে যান। হাসপাতালের সিকিউরিটি সুপারভাইজারদের দায়ও নেই, দায়িত্বও নেই।

উল্লেখ্য, হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা দেখভালের জন্য বারাসত থানার অধীনস্থ একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প আছে। যার দায়িত্বে আছেন এএসআই সুনীল দাস। এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'এমন কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। অপ্রীতিকর বা আপত্তিকর কিছু দেখলে আমরা সরাসরি থানার হাতে তুলে দিই।

এরপর পাঁচের পাতায়

ডেঙ্গু আতঙ্ক বীরভূমে

অভীক মিত্র : বর্ষাকাল এলে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঘটে। আতঙ্কে থাকে জেলার বাসিন্দারা। সাধারণত মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশেষ করে গরম এবং বর্ষার সময়ে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বেশি থাকে। ২০১৬ সালে জেলায় ৫০০ জনের মতো ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তর সংখ্যা ছিল ৪৬২ জন। তারমধ্যে দুবরাজপুর পুর এলাকার ৮৪ জন। গতবছর সাঁইথিয়ার তৃণমূল বিধায়ক এবং তার স্বামী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে নলহাটি এলাকায়ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন রিনা খাতুন (২১)। ২০১৭ আগস্ট মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় দুবরাজপুর আরবিএসডি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ১৪ বছরের শেখ রাজা। গতবছরের ৫ নভেম্বর রামপুরহাট ১৪নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস এবং ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকায় চুন,ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয় ২০ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মাজিগ্রাম বিজ্ঞানসভার উদ্যোগে মাজিগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ব্লিচিং ছড়ানো, ডেঙ্গু সম্পর্কিত লিফলেট বিলি, পোস্টারিং ও পথসভা করা হয়। এইবছর এখনো পর্যন্ত জেলায় আপাতত ডেঙ্গু আক্রান্তের কোনো খবর নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

সুব্যবস্থার শিকে ছেঁড়ে না ঘাটগুলিতে

পারের বালাই/৩

আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী-খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়-বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়-মেজ-ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।

বাসন্তীর আগের সাতটি ঘাট বর্ণনার পর এবার যে ৫ টি ঘাটের কথা বলব তার মধ্যে ব্লকের সেরা হল গদখালির দুটি ঘাট। অন্যদের থেকে কিছুটা হলেও ভদ্রস্থ। বাকিগুলির দশা সেই একই।

গদখালি লঞ্চ ঘাট

গদখালি ফেরি ঘাট

পরিকাঠামো : এখানে ক্রংক্রিটের জেটি। প্রতিদিন চণ্ডীপুর হয়ে গোসাবা ঘাটে পারাপার হন প্রায় ৫০০ যাত্রী। আগে ২০টি কাঠের লঞ্চ চললেও এখন সংখ্যা অনেকটা কমে এসেছে। একটি পাকা যাত্রী অপেক্ষাগৃহ আছে। শৌচাগার ও পানীয় জলও এখানে বিদ্যমান। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এখানে। এছাড়া ড্রপ গেট বা সাইনবোর্ডের দেখা পাওয়া গেল না।

গদখালি ফেরি ঘাট

পরিকাঠামো : এখান থেকেও চণ্ডীপুর হয়ে যাওয়া যায় গোসাবা ঘাটে। চলে ৪ খানা ভুটভুটি। যাত্রী সংখ্যায় এই ঘাট সেরা। প্রতিদিন পারাপার হন ৫ হাজার যাত্রী। কংক্রিটের জেটি। আছে ড্রপ গেটও। ভিআইপিদের আনাগোনায় কাজে লাগে ড্রপ গেটটি। যাত্রী আশ্রয়ের ব্যবস্থা না থাকলেও রয়েছে শৌচাগার। পানীয় জল ও সাইনবোর্ডের অস্তিত্ব। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এই ঘাটে।

চুনাখালি ঘাট

দক্ষিণ মোকামবেড়িয়া ফেরিঘাট

পরিকাঠামো : উপরের দুটি ঘাটের পরে এই ঘাটটি হল প্রদীপের তলায় অন্ধকার। তবে এই ঘাট দিয়ে নিয়মিত যাত্রী পারাপারের সংখ্যা খুবই কম। এই ঘাট জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে চৈত্র মাসে। ওপারে বাবা শিব ঠাকুরের থানে বসে ৭/৮ দিনের মেলা। সেসময় ছাপিয়ে যায় ঘাট। জেটিটি এখানে ইঁটের। ভুটভুটি চলে সাকুল্যে একটা। প্রতিদিন ৫০/৬০ জনের মতো পারাপার। যাত্রী শেড, শৌচাগার, জলের কল, ড্রপ গেট, সাইন বোর্ড, সোলার বা ইলেকট্রিক লাইট কিছুই নেই এখানে।

চুনাখালি ঘাট

পরিকাঠামো : অনেকটা গদখালির মতো। মন্দের ভালো। এখানে কংক্রিটের জেটিতে প্রতিদিন পারাপার হয় প্রায় ৮০০ মানুষ। যাত্রী শেড, শৌচাগার, পানীয় জলের কল, ড্রপ গেট রয়েছে এখানে। তবে নেই সাইনবোর্ড। বিদ্যুৎ বা সোলার লাইট নেই এখানে। এখান থেকে যাওয়া যায় ঝড়খালি।

৬ নম্বর সোনাখালি ঘাট

পরিকাঠামো : এই ঘাটটি তুলনায় ছোট। কংক্রিটের জেটিতে প্রতিদিন পারাপার হন প্রায় ২০০ সুন্দরবনবাসী। ৩টের মতো ভুটভুটি চলে এই ঘাটে। পরিকাঠামোহীনতায় ভুগছে এই ঘাটও। যাত্রী শেড, শৌচাগার, পানীয় জল, ড্রপ গেট, সাইনবোর্ড, সোলার লাইটের ভাবনা এখানে অলীক কল্পনার মতো।

নিরাপত্তা : ছোট হোক বা বড়, উন্নত হোক বা অনুন্নত, নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই কোনওটিতেই। ঘাটে ঘাটে লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপনের সরঞ্জাম, নিরাপত্তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সরকারের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোথাও কিছুই নেই। বড় বড় ঘাটে বিপদ আপদে সতর্কতা ও অন্যান্য ঘোষণার জন্য পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তাও অনভূত হয়েছিল সরকারের তরফে। তবে ওই পর্যন্তই। কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। তবে জেলা, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে নিরাপত্তার সরঞ্জাম সবই এসেছিল ব্লক অফিসে। কিন্তু লোকাভাবে কোনওটাই ঘাটে ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হয় নি। স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের কথা থাকলেও তা আর আলোর মুখ দেখেনি। ফলে বহু সরঞ্জাম ব্লক অফিসে পড়ে আছে বাতিল হওয়ার অপেক্ষায়।

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 37, 7 July - 13 July, 2018

রাশিয়া বিশ্বকাপের মতো প্রায়ই অঘটন দেখা যায় অর্থবাজারে, ঘায়েল হন লগ্নিকারীরা

পার্থসারথি গুহ

বিশ্বকাপে এবার যেমন একের পর এক অঘটন ঘটছে এমন অঘটন শেয়ার বাজারেও মাঝেমধ্যেই ঘটে থাকে। এখন যেমন অঘটনের সিরিজ চলছে মিডক্যাপের ওপর দিয়ে। অথচ এই মিডক্যাপভুক্ত শেয়ারগুলি সাধারণ গড়পরতা লগ্নিকারীর অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। যদিও গত কয়েক বছরে মাত্রাতিরিক্ত বাড়বাড়ন্ত দেখা গিয়েছিল এই মিডকক্যাপ জোনে। খুব সঙ্গতভাবেই তাতে খন কারেকশন চলছে। গত জানুয়ারি থেকেই এই কারেকশনের বহর চলছে। এর মধ্যে মিডক্যাপের হাত ধরে ভারতীয় অর্থবাজারও বিগত ৩–৪ মাসে একটা সংশোধনী সম্পন্ন করেছে। যার পার্ট–২ খুব সম্ভবত আরও একবার শুরু হয়েছে। প্রথমবার ১০ হাজারকে বুড়িছোঁয়া দিয়ে নিফটি মহারাজ ফের আগের উচ্চতা ১১ হাজারের দিকে দৌড় মেরেছিল। মাত্র কদিন আগেই এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। এখন আবার হড়কানো শুরু হয়েছে নিফটির। আর এই সময়কালে মিডক্যাপ কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এখন দেখার টাইম ফ্রেম কারেকশনে

অর্থনীতি

প্রবেশ করল কি না মিডক্যাপ। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আরও অনেক দুঃখ কপালে নাচবে সাধারণ লগ্নিকারীদের। এই সাধারণ লগ্নিকারীদের কথা এই জন্য বারংবার উল্লেখ করা হচ্ছে যে মিডক্যাপভুক্ত শেয়ার দিয়েই এদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট মূলত ঠাসা থাকে। যাঁরা পোড়খাওয়া লগ্নিকারী তাঁদের ডিপিতে সবসময় একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। যার মধ্যে মিডক্যাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠাঁই করে নেয় লার্জ ক্যাপ বা ফ্রন্ট লাইনাররাও। এছাড়াও যে সেক্টর তাৎক্ষণিকভাবে চলতে আরম্ভ করে সেসব সেক্টরের শেয়ারেও এদের

লগ্নি থাকে। ফলে এদের সহজে ঘায়েল করা যায় না।

শেয়ার বাজারে আন্দাজে সবকিছু বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়।

সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ।

তা সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে মাতব্বরি অব্যাহত এক অদ্ভুত দোলাচলের আবহ। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ কামাল করার চেষ্টা করেন আগমার্কা ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে। তবে তা যদি ভিত্তিহীন হয়ে তবে এই অর্থ বাজারের চোরাস্রোতে খড়কুটোর মতো উড়ে যেতেও সময় নেয় না। আদতে জিত হয় বাজারের সেই পরিকাঠামোর যে বরাবর চমক দিতে ভালোবাসে। বলাবাহুল্য, সেই চমকের ছটায় ভেসে যায় সাধারণ মানুষের আবেগও।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ জুলাই – ১৩ জুলাই, ২০১৮

মেষ : কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ–ভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন লোকেরা আপনাকে ভাল চোখে দেখবে। কর্মে পদোন্নতির যোগও রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ।

বৃষ : পত্নীর শরীর ভাল যাবে না। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন এবং প্রশংসা পাবেন আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ ফলে বাধার যোগ। কর্মস্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন : উচ্চমার্গের মানুষের সাথে যোগাযোগ হবে এবং তাঁদের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে আত্মীয় সমাগমে ঘটবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গুপ্ত শত্রুতার যোগ।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের শেষে আয় যোগ বৃদ্ধি পাবে। শিরঃপীড়ায় অথবা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও চেষ্টা করলে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে চলতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

কন্যা : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। নূতন কোনও ব্যবসায় হাত দেবেন না। সপ্তাহের শেষে মানসিক শক্তি কমে যাবে। রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট।

তুলা : নাতিদীর্ঘ তীর্থভ্রমণযোগ রয়েছে। নূতন কর্মলাভের যোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল লক্ষিত হয়। ভাগ্যোন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শরীর খুব ভাল যাবে না। অত্যধিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনি হিমসিম খাবেন। ভ্রাতা বা ভগ্নীর সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। যোগাযোগ মূলক কাজগুলি আপনি এখন করতে পারেন। প্রতিটি কাজ খুব চিন্তা করে করবেন। শরীর আপনার ভাল যাবে না। বিশেষ করে যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর : ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি ভাল। মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় সফলতা আসবে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা সাহিত্যিক বা লেখক তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ।

কুম্ভ : দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ক্রয়–বিক্রয় ক্ষেত্রে সময়টি ততটা ভাল নয়। ঋণ নেওয়া বা ঋণ দেওয়া কোনটাই করবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বুদ্ধি করে চলুন।

মীন : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কিন্তু শরীর আপনার এখনও তেমন ভাল নয়। বিশেষ করে অতিরিক্ত চিন্তাধারার কাজগুলি আপাততঃ করবেন না, শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন এবং মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়।

রাজ্য ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সমিশনে ২৯৯

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইঞ্জিনিয়ার (গ্রেড টু) টেকনিশিয়ান (গ্রেড থ্রি) এবং জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (স্টোর্স) পদে ২৯৯ জনকে নিয়োগ করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি। এটি রাজ্য সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রবেশন ১ বছরের। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : REC/2018/05.

শূন্যপদের বিবরণ : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ই) গ্রেড–টু : ১৬৩টি (সাধারণ ৩৮, সাধারণ–ইসি ২২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ৩, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি জাতি–ইসি ৮, তফসিলি উপজাতি ৫, তফসিলি উপজাতি–ইসি ২, ওবিসি–এ ২৭, ওবিসি–এ ইসি ১৫, ওবিসি–বি ৮, ওবিসি–বি–ইসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : পশ্চিমবঙ্গ স্টেট কাউন্সিল অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বেতনক্রম : ৬,৩০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

টেকনিশিয়ান গ্রেড–থ্রি : ১১৬টি (সাধারণ ১৫, সাধারণ–ইসি ৮, সাধারণ প্রক্তন সমরকর্মী ২, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, তফসিলি জাতি ২৫, তফসিলি জাতি ইসি ১৪, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, তফসিলি উপজাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ইসি ৪, ওবিসি–এ ১৪, ওবিসি–এ ইসি ৬, ওবিসি–বি ১১, ওবিসি–বি ইসি ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনও আইটিআই থেকে ওয়্যারম্যান বা ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ। বেতনক্রম : ৬,৩০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (স্টোর্স) : ২০টি (সাধারণ ৩, সাধারণ–ইসি ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি জাতি–ইসি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি–এ ২, ওবিসি–এ ইসি, ওবিসি–বি ২, ওবিসি–বি–ইসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক, সঙ্গে লজিস্টিক্স বা মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট বা লজিস্টিক্স অ্যান্ড মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট বা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট বা লজিটিক্স অ্যান্ড সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট বা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট স্পেশ্যালাইজেশন সহ বিজনেস ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৭০০ টাকা।

জাতীয় স্কুল গেমস, ইন্টার–ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দক্ষ খেলোয়াড়দের নিয়োগ করা হবে খেলাধূলার এই সব ডিসিপ্লিন থেকে : ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক, ব্যাডমিন্টন এবং টেবল টেনিস।

বয়স : সব ক্ষেত্রেই ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা (১০০ নম্বর) এবং ইন্টারভিউয়ের (২৫ নম্বর) মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস কেন্দ্র হবে সংশ্লিষ্ট বিষয় (৬০ নম্বর), জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড (২০ নম্বর), ইংরেজি (১৫ নম্বর) এবং বাংলা বা নেপালি (৫ নম্বর) বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সময়সীমা ৯০ মিনিট।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbsetcl.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড লিখে রাখবেন। দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন ফটো (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। উভয়ক্ষেত্রেই ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ জুলাই। অনলাইনে ফি জমা দিলে ফি দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপ এবং সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৬৯ গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৬৯ জন কর্মী নেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়োগ করা হবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি ক্যাটেগরিতে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র পিওন, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট– গ্রেড টু–সহ বিভিন্ন পদে। প্রার্থী বাছাস করবে পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 01/CUNT/2018.

শূন্যপদের বিবরণ : গ্রুপ সি: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট : ১৮৮টি (সাধারণ ১৮, সাদারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৪, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪, সাধারণ–ইসি ১২, তফসিলি জাতি ৪৩, তফসিলি জাতি ইসি ১৩, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ২২, তফসিলি উপজাতি ইসি ৫, ওবিসি–এ ২৮, ওবিসি–এ ইসি ১১, ওবিসি–বি ২১, ওবিসি–বি ইসি ৪)।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড–টু : ৭২টি (সাধারণ ১৭, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ–ইসি ৮, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি জাতি–ইসি ৬, তফসিলি উপজাতি ৭, তফসিলি উপজাতি–ইসি ১, ও বিসি–এ ৫, ওবিসি–এ ইসি ২, ওবিসি–বি ৩, ওবিসি–বি–ইসি ১)।

গ্রুপ ডি : জুনিয়র পিওন : ১৮৮টি (সাধারণ ৪১, সাধারণ–ইসি ২৪, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ৬, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ৩, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৭, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি জাতি ইসি ১৪, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ৪, তফসিলি উপজাতি ৮, তফসিলি উপজাতি–ইসি ৪, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ২, ওবিসি–এ ১৩, ওবিসি–এ ইসি ৬, ওবিসি–এ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–বি ১২, ওবিসি–বি–ইসি ৩, ওবিসি–বি প্রাক্তন সমরকর্মী ২)।

জুনিয়র কম্পোজিটর : ৮টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি ১)।

জুনিয়র দারোয়ান : ৬১টি (সাধারণ ১০, সাধারণ–ইসি ৯, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি–ইসি ২, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–এ ৫, ওবিসি–এ–ইসি ২, ওবিসি–এ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–বি ২, ওবিসি–বি–ইসি ১, ওবিসি–বি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১)।

জুনিয়র ফরাশ : ১২টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ইসি ১, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি জাতি–ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–এ ইসি ১, ওবিসি–বি ১)।

জুনিয়র সুইপার : ৩১টি (সাধারণ ৩, সাধারণ ইসি ৭, সাধারণ–দক্ষ খেলোয়াড় ১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ২, তফসিলি জাতি–ইসি ২, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ২, তফসিলি উপজাতি–ইসি ১, তফসিলি উপজাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–এ ২, ওবিসি–এ ইসি ২, ওবিসি–এ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি–বি ৪, ওবিসি–বিইসি ১, ওবিসি–বি প্রাক্তন সমরকর্মী ১)।

জুনিয়র প্রেস অ্যাটেন্ড্যান্ট : ৯টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ইসি ২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক অথবা বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে সিভিল বা মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা বা সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় লাইসেন্সিয়েট এক্সামিনেশন উত্তীর্ণ। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক। জুনিয়র কম্পোজিটর পদের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাশ।

কাজের খবর

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিদের ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রীতিবন্ধীরা ৮ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় গ্রুপ সি পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৮০টি প্রশ্ন এবং গ্রুপ ডি–র ক্ষেত্রে ৬০টি প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে মাল্টিপল চয়েস ধরনের। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.westbengalssc.com

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.westbengalssc.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই। মনে রাখবেন, যে কোনও একটি পদের জন্য আবেদন করা যাবে। দরখাস্ত করার আগে একটি কাগজে প্রার্থীর ছবি সেঁটে তার নীচে সই করবেন এবং সই সহ ছবিটি (১০ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে)। স্ক্যান করে রাখবেন। অনলাইন দরখাস্তের সময় ফটোটি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

ফি বাবদ দিতে হবে গ্রুপ সি–র ক্ষেত্রে ২০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৪০ টাকা) এবং গ্রুপ ডি–র ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি দেওয়া যাবে অনলাইন–অফলাইন উভয়ভাবেই অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। অফলাইনে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায়। দরখাস্ত সাবমিট করার একটি কাজের দিনের পর চালানোর মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ জুলাই। এছাড়াও নগদে ফি জমা দেওয়া যাবে সহজ মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে। জেলা অনুসারে সহজমিত্র কেন্দ্রের ফোন নম্বর পাবেন উপরেক্ত ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত সংক্রান্ত কোন অসুবিধায় যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে। (০৩৩) ২৩২১–৪৫৫০, ৯০৫১১৭৪৭০০। ফি–সংক্রান্ত কোনও অসুবিধায় সকাল : ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে (০৩৩)৪০০৩৫১০৪। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৮৬

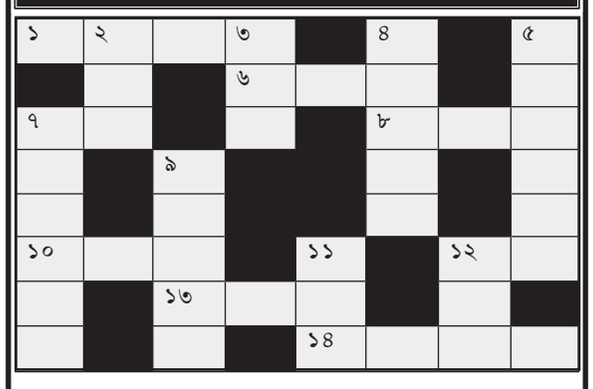

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। (আল.) সংযত করা ৬। একটি ফুল ৭। কণ্ঠধ্বনি ৮। পরিচালক সমিতি ১০। খড়, বিচালি ১২। চাকার পাখি ১৩। বাংলাদেশের একটি জেলা ১৪। দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

উপর–নীচ

২। ব্যাধ ৩। হয়রান, জব্দ ৪। দিনের তিথিনক্ষত্র, শুভযোগের বিবরণী ৫। সাধারণ মানুষকে নিয়ে যে সভা ৭। আপন লোককে অন্যায়ভাবে সমর্থন করা ৯। অধিকারের দলিল ১১। রসযুক্ত, রসাল ১২। এতেই স্বভাব নষ্ট হয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ৮৫

পাশাপাশি : ১। নিমক ৩। সরঞ্জাম ৬। রচনাকার ৮। সাহস ১০। মানিক ১৩। মহামানব ১৪। কণ্ঠমণি ১৫। গোলক।

উপর–নীচ : ২। মর্মরধ্বনি ৪। রঙ্গরস ৫।মহানস ৭। নাস্তা ৯। হযবরল ১০। মাধ্যমিক ১১। কমসম ১২। উমা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হল। মৃত যুবকের নাম হারু সরদার(২৬)। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরাণীখেকো গ্রামে। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ নিজের পোল্ট্রি ফার্মে জল দেওয়ার জন্য হুকিং করে মোটর বসিয়ে জল তোলার কাজ করছিলেন হারু সরদার। আচমকা হুকিংয়ের তার থেকেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ে ওই যুবক। দীর্ঘক্ষণ পর আশপাশের লোকজন গুরুতর জখম অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সদ্য সাতমাসের শিশুর পিতা হারু সরদারের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছেন।

পাচারকারীদের হাত থেকে বাঁচল গৃহবধূ

অকারণ মুখোপাধ্যায় ঃ– বিশাল অর্থ উপার্জনের প্রলোভন দিয়ে কাজ দেওয়ার নাম করে এক গৃহবধূকে দিল্লিতে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে এসেছিল স্থানীয় কয়েকজন যুবক। কোনওমতে পাচারকারীদের হাত থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে আসেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ সেখানেও লোকজন নিয়ে গিয়ে তাদের মারধর করে অভিযুক্ত পাচারকারীরা। এ বিষয়ে পুলিশ বা অন্য কোথাও জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে আনারুল শেখ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। গত প্রায় মাস খানেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার উত্তর রামচন্দ্রখালী গ্রামের বাসিন্দা নার্গিস শেখ কে পরিচারিকার কাজ দেওয়ার নাম করে দিল্লি নিয়ে গিয়ে পাচারকারীদের হাতে বিক্রি করে দিয়ে আসে অভিযুক্ত আনারুল শেখ। নার্গিস শেখের দাবি, তার স্বামীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য একটা কাজের খুব প্রয়োজন ছিল। সেই জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের আনারুল শেখ কে বললে আনারুল ওই গৃহবধূকে কাজ দেওয়ার নাম করে দিল্লিতে নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসে। সেখানে তাকে আটকে রেখে যৌন কাজে বাধ্য করাতে চাইলে কোনওরকমে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন নার্গিস। গত দিন দুয়েক আগে তিনি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসেন। সোমবার সেই খবর পেয়ে আনারুল ও তার সঙ্গীরা লাঠি রড নিয়ে চড়াও হয় নার্গিসের বাড়িতে। বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি এ বিষয়ে কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ও দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত ওই গৃহবধূ ও তার পরিবারের লোকেরা। মঙ্গলবার এ বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযুক্ত আনারুল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।

স্ত্রীকে মেরে চম্পট দিল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বধূর কম্বল চাপা দেহ উদ্ধার হল ভাড়া ঘরে। গলায় ও নাকে– মুখে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। খুন করা হয়েছে বলেই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। বধূর দুই সন্তানকে নিয়ে পালিয়েছেন স্বামী বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। সোনারপুরের রেনিয়া এলাকার সুকান্ত কাননের ঘটনা। মৃত বধূর নাম গুইয়া রানি (২৪)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আদতে বিহারের বাসিন্দা গুড়িয়া ও তাঁর স্বামী টিঙ্কু সাউ। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। এই দম্পতি মাসখানেক আগে সুকান্ত কাননে ভাড়া বাড়িতে এসেছিলেন। এদিন সকাল থেকেই তাদের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সকাল গড়িয়ে বিকালের দিকে যেতে বাড়ির মালিকের বিষয়টিতে সন্দেহ হয়। দেখেন দরজা বাইরে থেকে আটকান। তিনি ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকেন। তখনই দেখা যায় বিছানার ওপর গুড়িয়া রানির কম্বল চাপা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সোনারপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানায়, মৃতের দেহ ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারির পর ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, সাংসারিক কারণে বধূর স্বামীই এই খুন করেছে। তারপর দুই সন্তানকে নিয়ে চুপিসারে পালিয়েছে। তার খোঁজ চলাচ্ছে পুলিশ।

ঘুমন্ত অবস্থায় খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ–ঘুমন্ত অবস্থায় এক যুবকের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার শম্ভুনগর গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজয় দাস নামে জখম যুবক। মঙ্গলবার ভোরে গোসাবা থানার পুলিশ তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। গোসাবা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঠিক কি কারণে এই প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে এখনও অন্ধকারে পুলিশ।

জানা গেছে এদিন রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন পরিবারের সকলে। বিজয়বাবুর স্ত্রী সীমাদেবী ছেলে ও মেয়ের সাথে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিজয়বাবু অপর একটি ঘরে একাই ঘুমিয়েছিলেন। আচমকা রাত দুটো নাগাদ বাথরুমে যাওয়ার জন্য ওঠার সময় সীমা তাঁকে ডেকে কোনও সাড়া না পেয়ে তার বিছানার কাছে এসে দেখেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। চিৎকার শুরু করে দেন তিনি। তার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় বিজয়বাবুকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ ও ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের উদ্যোগেই গুরুতর জখম অবস্থায় বিজয়বাবুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন বিজয়বাবু। সীমা দেবীর দাবি সোমবার সন্ধ্যায় নীলকমল নামে এক যুবক মদ খাওয়ার জন্য তাদের কাছে টাকা চাইলে তা দিতে অস্বীকার করেন সীমা দাস। পরিবারের সকলের সন্দেহ সেই কারণে রাতের অন্ধকারে নীলকমল নামে ওই যুবক হামলা করতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করেনি গোসাবা থানার পুলিশ।

বউকে পুড়িয়ে মারল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুরের ইন্দ্রপাড়ায় স্বামীর –স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চলছিলো স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে। সেই অশান্তির জেরে স্বামী স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারলো। অভিযোগ উঠলো স্বামী প্রশান্ত পাইকের বিরুদ্ধে। এই খবর পাওয়া মাত্র বারুইপুর থানার পুলিশ আসে এবং অগ্নিদগ্ধ গৃহবধু শ্রাবণী পাইক ওরফে টুকাইয়ের দেহ উদ্ধার করে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই। স্থানীয়সূত্রে জানা যায়– প্রায় বারো বছর আগে বিয়ে হয় প্রশান্ত ও টুকাইয়ের। একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। বেশ কিছু দিন ধরে লাগাতার অশান্তি শুরু হয় প্রশান্তর বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক নিয়ে। এরপর অশান্তি চরমে উঠতেই টুকাইয়ের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় মৃতার ভাই চিরঞ্জিত জামাইবাবু প্রশান্তর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে।

স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ –গত প্রায় মাস খানেক আগেই জীবনতলা থানার মল্লিকাটির এক কলেজ ছাত্রীকে বিয়ে করে কারিবুল্লা মোল্লা নামে এক যুবক। কিন্তু সেই সময় বিয়েতে কোনও অনুষ্ঠান না হওয়ায় নববধূকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়নি স্বামী। সোমবার কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাকে নিয়ে বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়ার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠে কারিবুল্লা। এরপর দীর্ঘক্ষণ আঙুরজান লস্কর নামে ওই নববধূ বাড়ি না ফেরায় খোঁজ খবর শুরু করেন তার পরিবারের লোকজন। আঙুরজান লস্করের পরিবার এ বিষয়ে কারিবুল্লাকে ফোন করে মেয়ে কোথায় আছে জানতে চাইলে ওই যুবক জানায় আঙুরজানকে নিয়ে বাসন্তীতে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার দুপুরে আঙুরজানের মৃতদেহ তার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে পালাতে গেলে কারিবুল্লাকে ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষজন। মৃতের পরিবারের লোকেদের অভিযোগ বন্ধুদের সাথে করে নিয়ে গিয়ে তাদের মেয়েকে গণধর্ষণ করার ফলেই মৃত্যু হয়েছে আঙুরজান লস্করের। অভিযুক্ত কারিবুল্লাকে বেধড়ক মারধর করে তাকে জীবনতলা থানার হাতে তুলে দেন পরিবারের লোকেরা। অন্যদিকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

মৃত ব্যক্তিদের রাখার ঘর নেই থানাগুলিতে

দঃ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোনও মানুষ যদি কোনও রকম দুর্ঘটনায় মারা যায় তাহলে পোস্টমর্টেম করার জন্য কয়েক ঘন্টা বা সারারাত ধরে যে অবস্থায় দেহ ফেলে রাখা হয় থানার পাশে তা সত্যিই চোখে দেখা যায় না। বড় কর্তাদের জন্য তৈরি হয়েছে বিলাসবহুল ঘর। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কারণ যে মানুষটি জীবিত ছিলো। কিন্তু কয়েক ঘন্টা বাদে মারা যেতেই তাকে রাখা হোল সাইকেল ভ্যানে একটা প্লাস্টিক চাপা দিয়ে। একটি দরমা ঘর, বা টিনের চালের ঘর কোন রকমের ছোট্ট খুপড়িতে রাখা হয় এই মৃতদেহ গুলিকে। কুকুর বেড়ালের সঙ্গেই পড়ে থাকে দেহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এরকম ভাবেই চলছে মৃত ব্যক্তিদের রাখার ব্যবস্থা। পুলিশের বড় বাবুদের এই অমানবিক ব্যবস্থায় কোনও হেলদোল নেই। রক্তদান শিবির থেকে আরম্ভ করে সব অনুষ্ঠান পালন হচ্ছে। কালী পুজো ,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢালাও পয়সা খরচা করছে। কিন্তু এই মৃত ব্যক্তিদের রাখার সু ব্যবস্থায় তারা টাকা খরচ করতে নারাজ।

থানাগুলোতে গাছ আলো দিয়ে সাজাচ্ছে, সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে চলছে মানুষকে সতর্ক করাও, কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে সারা রাত জল ঝড়ের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে পুলিশের এই মানবিক পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এই সভ্য জগতে তা লজ্জাজনক বিষয়। সর্বপরি মৃত ব্যক্তির শরীরে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পড়েই ধরে পচন। সেই অবস্থায় ওরকম ভাবে জীবাণু পরিবিষ্ট জায়গায় ফেলে রাখলে যে আশেপাশের মানুষেরা রোগে আক্রান্ত হতে পারে তাও ভেবে দেখছে না প্রশাসন। মৃতদেহর সংরক্ষণের যে সু ব্যবস্থা প্রয়োজন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই থানাগুলি।

দিব্যার জন্য ছাত্র–যুবর প্রতিবাদ

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে ধর্ষিতা শিশু দিব্যার জন্য বিচার চেয়ে রাস্তায় নামলেন পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার অসংখ্য ছাত্র–যুবক। ৪ জুলাই বিকেলে কাটোয়া রেল স্টেশন চত্বর থেকে ছাত্র ও যুবদের একটি সংগঠন এই ইস্যুতে মিছিল বের করেছিল। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে কাটোয়া পুরভবনের সামনে শেষ হয়। একটি ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুকে ধর্ষণের পর তার ওপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে এদিন অসংখ্য প্লাকার্ড হাতে নিয়ে কাটোয়ার ওই ছাত্র–যুবরা সরব হয়েছিলেন। অয়ন ঘোষ, সঞ্জীব দাস, অমিত কুমারদের মতো একঝাঁক তরতাজা ছাত্র–যুব এদিন যেভাবে শত শত মাইল দূরের এক নির্যাতিতা শিশুর জন্য বিচার চেয়ে মিছিল করলেন তাতে কাটোয়া শহরের অসংখ্য মানুষের নজর আটকে গিয়েছিল। সংগঠনটির পক্ষ থেকে এদিন দাবি তোলা হয়েছে, শিশু ধর্ষণের বিচার ৩ মাসের মধ্যে ও যে কোনও ধর্ষণের বিচার ৬ মাসের মধ্যে শেষ করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে।

বাঘ পেটানো ১২ মস্যজীবী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সুন্দরবন ঃ–বেশ কয়েকদিন আগে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীতে একটি বাঘের উপর বাঁশ দিয়ে হামলা করার ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। প্রকাশ্যে এই ভাবে বাঘের উপর হামলার ঘটনায় সুন্দরবনের নদী ও জঙ্গলে বাঘের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সব মহলে। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছিলেন পশুপ্রেমী সহ সাধারণ মানুষজন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই তৎক্ষনাৎ নড়ে চড়ে বসেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। যে ট্রলারটিতে করে মৎস্যজীবিরা বাঘের উপর এই হামলা চালিয়েছিল সেটিকে খোঁজার কাজ শুরু হয়। ভিডিওটি দেখে বন দফতর ট্রলারটিকে শনাক্তও করে। জানা গেছে, এফ বি জবা নামে ওই ট্রলারটিতে মোট বারোজন মৎস্যজীবী ছিলেন। তারাই নদী সাঁতরে পার হওয়ার সময় বাঘের উপর হামলা চালিয়েছিল। এই ঘটনায় সুন্দরবন কোস্টাল থানায় অভিযোগও দায়ের করেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে বুধবার রাতে সুন্দরবনের হলদিবাড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্ত ১২ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বন দফতরের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য গত ১৮ জুন রায়দীঘি থেকে বেরিয়ে কেঁদোদ্বীপের কাছ থেকে ওই এফ বি জবা নামের ট্রলারটিতে করে মৎস্যজীবিরা যাওয়ার সময় দেখেন একটি বাঘ নদী সাঁতরে পার হচ্ছে। সেই সময় ট্রলারটিকে বাঘের কাছে নিয়ে যায় মৎস্যজীবীরা। তার পর ট্রলারে থাকা বাঁশ দিয়ে বাঘটির উপর হামলা করে তারা। সেই ছবি ওই ট্রলারেরই একজন মৎস্যজীবী মোবাইল ক্যামেরায় বন্দী করে। আর সেই ছবিই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে বন দফতর ট্রলারটিকে চিহ্নিত করে। রায়দীঘির বাসিন্দা বাসু দাসের ট্রলার থেকেই মস্যজীবীরা হামলা চালিয়ে ছিল বলে জানা যায়। সেই সুত্র ধরেই বুধবার রাতে হলদিবাড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্ত বারোজন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ আইনে মামলা রজু করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

রাজপুর–সোনারপুরে পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : রাজপুর –সোনারপুর পুরসভা নতুন উদ্যোগ নিলো পুকুরে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বহুদিন ধরে পুরসভার অধীনে যেসব বিস্তর পুকুর আছে সেখানে ফ্ল্যাট বাড়ির ময়লা থেকে আরম্ভ করে বাজার ও বিয়ে বাড়ি বা নিত্য ময়লা ও অন্যান্য সামগ্রী ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে দেখা যায়। সেই বিষয়ে পুরসভা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রত্যেকটা পুকুরের পাশে সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে যে এই পুকুরের মালিক বা শরিকগণদের বলা হচ্ছে পুকুর অবিলম্বে পরিস্কার করতে হবে। না হলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। বহু দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলে আসছেন জল ধর, জল ভরো। শুধু তাই নয় ডেঙ্গু মশার হাত থেকেও রেহাই মিলবে বলে জানান রাজপুর সোনারপুরের পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস । এছাড়া পুরসভা কঠিন ভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে পুকুর বোজানো যাবে না। পুরসভার এই পদক্ষেপ মে–জুন মাস থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানান পল্লববাবু।

কুলতলিতে গরু দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ধানের ভালো উৎপাদন পেতে অন্যান্য বছরের ন্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার গরু দৌড় (মই ছাড়া) প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার মেরিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় ২৭ তম এক গরু দৌড় প্রতিযোগিতা। স্থানীয় ভাষায় একে মইছাড়া বলা হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই মইছাড়া প্রতিযোগিতায় স্থানীয় চাষিরা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু চাষিরা নিজস্ব গোরু নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ও থাকে। শনিবার কুলতলির মেররিগঞ্জের টাটপাড়া তরুণ সংঘ আয়োজিত ২৭ তম বর্ষের মইছাড়ার উদ্বোধন করেন তরুণ সংঘের কর্মকর্তা সিরাজ মোল্লা। এদিন এই খেলায় সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের ১৮০ টি গরু অংশগ্রহণ করে।

সুন্দরবনের চাষিরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এই গরুদৌড় প্রতিযোগিতা করলে চাষ ভালো হয়। তাই প্রতিবছর বর্ষার শুরুতে মাঠে জল জমলেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন স্থানীয় চাষিরা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলি, জীবনতলা, মগরাহাট, জয়নগর সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষজন উৎসাহিত হয়ে আসেন। এবছরও নব্বই জোড়া গরু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। একদিকে চাষের আশায় অন্যদিকে চাষের আগে নিজেদের গরুগুলি সুস্থ ও তরতাজা আছে কিনা তা দেখে নেওয়ার জন্য এই আয়োজন বলে জানালেন উদ্যোক্তারা।

প্রতিবছর বর্ষার শুরুতে মাঠে জল জমলেই এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠে হাঁটুখানেক জলের মধ্যে দুই'জোড়া গরুকে একসাথে একটি মই'য়ের সাথে বেঁধে তাদের ছোটানো হয়। যে জোড়া গরু অন্য জোড়াকে হারিয়ে নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে সেই গরু জোড়াকেই বিজয়ী

বলে ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতায় জয়ীদের জন্য নগদ অর্থ সহ স্টিলের আলমারি, বালতি, কলসি, সুটকেস, ফ্যান সহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার থাকে। এছাড়া ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকে বিভিন্ন ধরনের সান্তনা পুরস্কার। এই গরুদৌড় দেখার জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই মইছাড়া প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা মেরিগঞ্জ টাটপাড়া তরুণ সংঘের সদস্য সিরাজুল মোল্লা বলেন, আমাদের এই প্রত্যন্ত গ্রামে সেভাবে কোনও সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন নেই। তাছাড়া আমাদের চাষিরা মনে করেন এই মইছাড়া করলে চাষ ভালো হয়। চাষের গরুগুলি ঠিক আছে কিনা সেগুলি ও দেখে নেওয়া যায়। তাই আমরা প্রতিবছর এই গরুদৌড় প্রতিযোগিতা করে থাকি।

হেলিকপ্টারের পরীক্ষামূলক উড়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী দিনে

সুন্দরবনেও শুরু হতে পারে হেলিকপ্টার পরিষেবা। মাস কয়েক আগে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং এর মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমড়াবেরিয়া গ্রামে দমকল ভবনের পাশে তৈরি হয় স্থানীয় হেলিপ্যাড। সেই হেলিপ্যাডে বুধবার পরীক্ষামূলক ভাবে হেলিকপ্টার এর পরীক্ষামূলক উড়ান শুরু হল।

সারা বছর ধরে একদিকে যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন জরুরি কাজে সুন্দরবন ভ্রমণে বা এই এলাকায় কাজকর্মের জন্য আসেন, তেমনি অন্যদিকে সারা বছর ধরে দেশ বিদেশের বহু ভিভিআইপি আসেন এই সুন্দরবন এলাকায়। পাশাপাশি আগামী দিনে সুন্দরবনের পর্যটনকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে এই হেলিকপ্টার পরিষেবা আগামী দিনে চালু হবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার। সেই কারণেই এদিন পরীক্ষামূলকভাবে এই স্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে উড়ান ও হেলিকপ্টারের অবতরণ করানো হয়। এদিন হেলিকপ্টার দেখতে আশপাশের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই এই হেলপ্যাডে নামা হেলিকপ্টারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবিও তুলতে থাকেন। আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরে এই হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করেছে রাজ্য সরকার। এবার সুন্দরবনের ক্যানিং–এ এই পরীক্ষামূলক উড়ান সাফল্য পাওয়ায় এই এলাকাতেও হেলিকপ্টার পরিষেবা অদূর ভবিষ্যতে চালু হবে বলে আশাবাদী এলাকার সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি বলেন, রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে সুন্দরবনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। তবে এখুনি শুধুমাত্র ভিভিআইপিদের জন্য এই হেলিকপ্টার পরিষেবা চলবে। তবে আগামী দিনে সাধারণ মানুষও এই পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

প্রতিবন্ধী শিশু ফিরে পেল তার পরিবার

বাসন্তী থানা ও চাইল্ড লাইনের প্রচেষ্টায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : যে কোনও রুদ্ধশ্বাস সিনেমাকে হার মানাবে এই ঘটনা। বাসন্তী থানার ৮ নং তীত কুমার গ্রামের সুনীল হালদার ও সোমা হালদারের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ায় মেরে ফেলতে চেয়েছিল পরিবারের লোকজন। অবশেষে মেরে ফেলতে না পেরে গত ২৮ মে জীবনতলা থানার সরবেড়িয়ায় একটি খ্রিস্টান মিশনারি চার্চে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে রাস্তার পাশে বছর চারেকের প্রতিবন্ধী কন্যাকে ফেলে দিয়ে আসে সুনীল হালদারের মা সুশীলা হালদার।

এরপর রাস্তার উপর পড়ে থাকা শিশুর কান্না শুনে নজরে আসে চার্চের সিস্টার সহ অন্যান্যদের। প্রথমে সিস্টাররা শিশুটিকে মায়ের স্নেহ দিয়ে আদর করে বুকে তুলে নিলেও সেই আদর খুব বেশি সময় ধরে রাখতে পারেননি প্রবাদপ্রতিম সকলেরই মা মাদার টেরিজা র আদর্শকে পাথেয় করে চলা সিস্টাররা। শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে এক সিস্টার ও তার সহকর্মী সুশিলা কুজুর প্রথমে বাসন্তী থানায় গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সত্যব্রত ভট্টাচার্য হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন এবং সহযোগিতা করেন। চার্চের সিস্টার ও সহকর্মী সুশীলা কুজুর শিশুটিকে কোনওক্রমে ফেলে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাসন্তী হাসপাতালে অসুস্থ শিশুটিকে ভর্তি না করে পালিয়ে গিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আনেন ভর্তি করার জন্য।

বিড়ম্বনার শুরু সেই থেকেই। চার্চের সিস্টাররা কোনওভাবেই শিশুটির দায়ভার নিতে রাজি নন। এমতাবস্থায় শিশুটিকে কোনওক্রমে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করে ফেলে রেখে পালানোর চেষ্টা করতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ চলে এমনই নাটক। মাদার টেরিজার আদর্শে আদর্শিত সিস্টাররা ভুলে গেলেন মাদারের কথা, ভুলে গেলেন আর্তদের সেবা করার কথা। মাদারের আদর্শকে কলুষিত করে কালিমালিপ্ত করলেন

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ঠাকুমা সুশীলা হালদারের সাথে প্রতিবন্ধী কবিতা হালদার।

চার্চের সিস্টার ও তার সহযোগী সুশীলা কুজুর। শিশুটিকে তারা হাসপাতালে দিয়েই কেটে পড়েন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সেদিন প্রায় রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ক্যানিং থানার এক পুলিশ অফিসার শুভময় দাস চিন্তায় মগ্ন শিশুটিকে কি করবেন। চাইল্ড লাইন অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিল পুলিশ সঠিক কাগজপত্র দিলে শিশুটির দায় ভার নিতে বাধ্য তারা।

একটি শিশু ভালো ভাবে থাকতে পারে তার মা কিংবা মাতৃস্নেহের কোনও মহিলার কাছে। সিস্টাররা চলে যাওয়ায় শিশুটির দেখভাল কিংবা তার কাছে একজন মহিলার প্রয়োজন হওয়ায় মহা ফাঁপরে পড়ে যান পুলিশ অফিসার। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল আধিকারিকও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে ব্যস্ত।

অবশেষে ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার শুভময় দাস এবং চাইল্ড লাইনের বান্টি মুখার্জী ওই শিশুকন্যাটির সর্বক্ষণের দেখভাল, পরিচর্যা করার জন্য একজন আয়া রাখার ব্যবস্থা করেন।

এরপর নিষ্পাপ শিশুটি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে থাকে। পাশের বিছানায় থাকা রোগীর পরিজনরা অবশ্য শিশুটিকে মাতৃস্নেহে কেউ দুধ, বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন আবার কেউবা কোলে নিয়ে আদর করছেন। সকলের স্নেহ আদরে সুস্থ হয়ে উঠুক অপরাজিতা কিংবা মোনালিসা এই নামে মঙ্গল কামনা করতেন অন্যান্য রোগীর পরিবারের লোকজনরা।

মোনালিসা কিংবা অপরাজিতার ভবিষ্যতই বা কি এমনই কথা বলেই কেঁদেই ফেললেন পাশের বেডে থাকা এক রোগীর পরিবার পরিজনরা।

এমনই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে চাইল্ড লাইন ও বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিকরা শিশুটির খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে ১ জুলাই রবিবার শিশুটির পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। খোঁজ পেয়েই পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের সদ্যস্যরা সাথে সাথে বাসন্তী থানার ৮ নং তীতকুমার গ্রামে ওই শিশুর বাড়িতে হাজির হলে শিশুটির ঠাকুমা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় ঘন্টা দুই গ্রামের মাঠে ঝোপের মধ্যে চোর–পুলিশের মতো রহস্যময় খেলা চলে। অবশেষে ওই শিশুকন্যার ঠাকুমা ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে। বর্তমানে পলাতক ওই শিশুর বাবা–মা'রও খোঁজ করছে পুলিশ।

শিশুটির পরিবার খুঁজে পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বাসন্তী থানার পুলিশ ও চাইল্ড লাইন।

বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিক সত্যব্রত ভট্টাচার্য বলেন, কবিতা নামক শিশুটি যে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে এটা বড় আনন্দের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ৭ জুলাই – ১৩ জুলাই, ২০১৮

জোড়া বিচারে স্বস্তি-অস্বস্তি

সুপ্রিম কোর্টের এক জোড়া রায়। আর তাকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তাপ–উত্তাপ। একদিকে যেমন চরম স্বস্তি, অন্যদিকে নিদারুণ অস্বস্তি বাড়াল শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের মন্তব্যকে ঘিরে। দেশের বর্তমান ও প্রাক্তন রাজধানীকে ঘিরে আবর্তিত হল এই শীর্ষ রায়। প্রথমে আসা যাক এখনকার রাজধানী দিল্লি প্রসঙ্গে। দিল্লির স্বতন্ত্রতা নিয়ে সেখানকার লেফটেনান্ট গভর্নরের সঙ্গে নির্বাচিত সরকারের মারাত্মক কলহ শেষ পর্যন্ত আদালতে গিয়ে গড়ায়। শেষমেষ শীর্ষ আদালত চাঁচাছোলা ভাষায় জানিয়ে দিল দিল্লির ব্যাপারে সেখানকার নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কথা। লেফটেনান্ট গভর্নর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনিক প্রধান হলেও দিল্লির ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন সরকারই।এক্ষেত্রে যাঁরা দিল্লি সরকারের বৈধতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তারাই চলে গেল ব্যাকফুটে। যদিও আপের পক্ষে মনীশ সিসোদিয়া সৌজন্য দেখিয়ে বলেছেন, দিল্লির সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নেবে তা লেফটেনান্ট গভর্নরকে অগোচরে রেখে নেওয়া হবে না। আর বিজেপির পক্ষে জানানো হয়েছে বিচারপতির রায়ে তো আর দিল্লিকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা নাকের বদলে নরুল পেয়েই খুশি। কিন্তু এতে যে নিজেদের নাকের সঙ্গে কানও কাটা গেল সেটা কী আর বিচক্ষণ পদ্ম নেতৃত্ব বোঝেনি।

তাও বুঝেও না বোঝার ভান করছে তারা, যাতে মানসম্মান পুরোপুরি ভুলুণ্ঠিত না হয়। অন্য যে বিচারপর্বটি চলছে তাতে অবশ্য সোজাসুজি রাজ্য সরকারের প্রেস্টিজ পাঞ্চার হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আসনে বিরোধীরা কেউ প্রার্থী দিতে পারে নি শুনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বেজায় চটেছেন। তাঁদের মন্তব্য, এতে তো গণতন্ত্র তৃণমূল স্তর থেকেই ব্যাহত হবে। এই ধরনের প্রবণতাকে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তীর্ব ভর্ৎসনা করেছে ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন বিরোধী শূন্য করার প্রয়াস চালানো হল সে ব্যাপারেও যথাচিত কারণ তলব করেছে শীর্ষ আদালত। আরও জানা গিয়েছে, আগামী ৬ আগস্ট এই সংক্রান্ত বিষয়ে ফের শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। এতে যদি রায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যায় তবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বেজায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সরকারকে। বস্তুত, এক ধরনের সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরির সম্ভাবনাও এখানে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই বলে যে বিজেপি আবার দিল্লির বুকে অবস্থান করছে রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়ে তারাই বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে সরকার দখলের খেলায় নেমেছে তা একেবারেই অনভিপ্রেত। গোয়া, মণিপুরে এই খেলা কাজে দিলেও শেষপর্যন্ত তাদের গোত্তা খেতে হয়েছে কর্ণাটকে এসে। অন্যদিকে যে তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের সভানেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে সিপিএমের স্বৈরাচারী শাসন, রিগিং ও ভোট লুঠের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তার সরকারের আমলেই কি না পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশ আসন বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ নানা রূপে চারদিকেই হাজির দুবৃর্ত্তরা। তাদেরই স্বরূপ কিছুটা সামনে আসছে শীর্ষ আদালতে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পরোপকারে নিজেরই উপকার

একদিন তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এইসকল দোষের প্রতিকারের উপায় তিনি জানেন। আমি সে উপায়টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আপনি কি হলবাড়িটির কথা জানেন না? তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার মতে মানবজাতির যাহা কিছু অশুভ, ওই 'হল বাড়িটি' তাহার অব্যর্থ মহৌষধ। ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাহারা মনে করেন, মেয়েদের যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। এই সবই গোঁড়ামি আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো গোঁড়া হইতে পারে না।

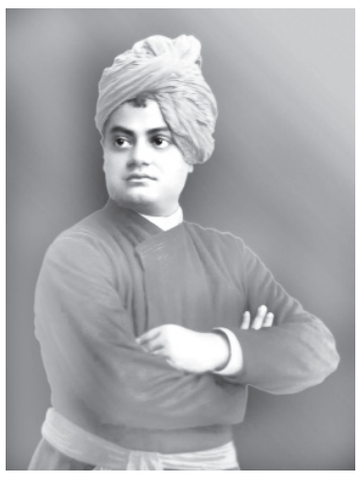

গোঁড়ারা ঠিকঠিক কাজ করিতে পারে না। জগতেযদি গোঁড়ামি না থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিত। গোঁড়ামি দ্বারা মানবজাতির উন্নতি হয়। এরূপ চিন্তা করা ভুল। পক্ষান্তরে বরং উহাতে উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি হয়,ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইয়া যায়। আমরা যাহা কর বা আমাদের যাহা আছে, মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা আমাদের নাই, তাহার কোন মূল্য নাই।

অতএব যখনই গোঁড়ামির ভাব আসিবে,তখন সর্বদাই সেই কুকুরের লেজের কথা মনে করিও।জগতের জন্য তোমার উদ্বিগ্ন অথবা বনিদ্র হইবার প্রয়োজন নাই, তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে। যখন তোমার এই গোঁড়ামি থাকিবে না,কেবল তখনই তুমি ভালভাবে কাজ করিতে পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা,যে শান্ত এবং সর্বদা উত্তমরূপে বিচার করিয়া কাজ করে, যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহানুভূতি আছে।

ফেসবুক বার্তা

বর্ষার শুরুতেই রুপোলী শস্যর আমদানী শুরু ফেসবুকের জানালায় তারই বৃষ্টিভেজা দৃশ্য।

বকলমে আমরাই নৈরাজ্যবাদী সৃষ্টি করছি

নির্মল গোস্বামী

বিহারের পাটনার বাজারের এক সবজি ব্যবসায়ী তার ১৪ বছরের ছেলেকে দোকানে বসিয়ে অন্য কোনও কাজে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় রাষ্ট্রের সংগঠিত গুণ্ডা বাহিনীর (একদা পুলিশ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য) একজন ওই ছেলেটির কাছে বিনা পয়সায় সবজি চায়। পুলিশ বিনা পয়সায় অনেক কিছু নেয় কারণ তার হাতে যে ক্ষমতা অনেক। এই সত্যটা ওই সবজি বিক্রেতা জানত। কিন্তু চোদ্দ বছরের কিশোরের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে বিনা পয়সায় মাল নেওয়াটাই পুলিশের দস্তুর। তাই সে তার সহজ বুদ্ধিতেই বলে যে বিনা পয়সায় কেন মাল দেব? দিলে হয়তো বাবাই আমাকে বকবে। তাই সে পুলিশকে সবজি দিতে অস্বীকার করে। এদিকে পুলিশবাবু এই প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত নন। তাই রাগে অপমানে ক্ষোভে একাবারে অগ্নিশর্মা হওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই তিনি বলে যান তোর এতো সাহস– আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি। অমিত শক্তিধর আমাদের দেশের পুলিশ। আইন প্রদত্ত প্রভূত ক্ষমতা তাদের কলমের ডগায়। তারা ইচ্ছা করলে চোরকে সাধু আর সাধুকে চোর বানাতে পারে মুহূর্তে। পাঠকদের স্মৃতিতে নিশ্চয়ই বিধৃত আছে আমাদের রাজ্যের একটা ঘটনার কথা। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ও সবংয়ের পাঁচবারের জেতা এমএলএ মানস ভুইয়াকে এই রাজ্যের পুলিশ মার্ডার কেসের আসামী করে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পর্যন্ত বের করে দিল। বেচারী মানসবাবু তৃণমূলের কাছে মুচলেকা দিয়ে দলে নাম লিখিয়ে তবে রেহাই পান। এতো প্রভাবশালী নেতা তার যদি এই অবস্থা করতে পারে পুলিশ, তাহলে ওই গরিব সবজিওয়ালা কিশোরের প্রতি

শাস্তির কী কোপ পড়বে তা অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এবং ঘটনা ঘটলও তাই। সেই দিনই রাত্রিবেলা ওই কিশোরকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল। এবং বাইক চুরির কেসে হাতে নাতে ধরা পড়েছে বলে তিন মাস জেলে আটকে রেখেছে। তার বাবা ছেলেকে ছাড়াবার সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বাধ্য হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছে ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে নাকি রাজ্যের ডিজির কাছে যথাযথ তদন্ত করার নির্দেশ গেছে। ইতিমধ্যেই মিডিয়া প্রচারিত খবরের জেরে পুলিশ নড়ে চড়ে বসেছে। খবরে প্রকাশ যে কিশোরটিকে যে বাড়ি থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ আছে সিসিটিভির ফুটেজে। ছেলেটির বয়স ১৮ বছর বলে পুলিশ জেনারেল ধারার কেস করেছে কিন্তু আধার কার্ডে তার বয়স ১৪ বছর। জুভেনাইল আইনে তার বিচার হওয়ার কথা।

পুলিশ যাদের হাতে নাগরিকদের সুরক্ষার ভার, সেই পুলিশ ওই ছেলেটার প্রতি কতবার আইনের সত্যনাশ করল? সত্যি বলতে কী পুলিশের দ্বারা আইন প্রথম নয়। কিন্তু বারবার কেন ঘটবে এমন ঘটনা। যারা আইনের পরিচালক শাসক তারা কতটা সরব হয়? হ্যাঁ সরব হবে বিরোধী দল তাদের ভোটের ফয়তার জন্য। দেখ অমুক দলের শাসনে আইন বলে কিছু নেই। তারপর তাদের রাজত্বেও যেই কে সেই। সিদ্ধার্থশঙ্করের আমলে নকশাল দমনের নামে শত শত নিরপরাধের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। বাম আমলে কঙ্কাল ধর্ষিত হল। প্রচারের আলোয় আসার জন্য হয় তো সত্য প্রকাশ পাবে। হয় তো দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ওই পুলিশটাকে শোকজ করা হবে। কিংবা সাসপেন্ড করা হবে।

প্রশ্ন হল এই দেশে নিরপরাধ মানুষের উপর পুলিশি জুলুম এই কাণ্ড সামনে আসতে প্রকাশ পেয়েছিল পুলিশের কুকীর্তির কথা। আবার তৃণমূল আমলে বীরভূমের সংখ্যালঘু মহিলাকে বিবস্ত্র করে গোপনাঙ্গে বিচুটি ঘষে দেবার কথাও শোনা গিয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এমন অসংখ্য পুলিশি অত্যাচার ঘটে চলেছে যার খরবই মানুষ রাখে না।

বিহারের সবজি বিক্রেতার ছেলের কথা জানার পর মোদীজি বা রাহুল গান্ধির কোনও টুইট বা ফেসবুক মেসেজ আমরা পাইনি। কেজরিওয়াল বা মায়াবতীও চুপ। কোনও শাসকই পুলিশকে সতর্ক করে কড়া বিবৃতি দেয় নি। কোনও গণ্ডগোলকে বাগ মানাতে গেলে পুলিশকে অনেক সময় অনেক নিরপরাধীকেও ধরতে হয়। দাঙ্গা হিংসা থামাতে গেলে এসব হয়। কিন্তু একজন অবোধ কিশোরকে ফোকটে মাল দিতে অস্বীকার করার জন্য যদি এই শাস্তি পেতে হয় তাহলে আইন কোথায়? তার ছাপান্ন ইঞ্চি বুকের পাটা নয়। কিশোরের ছোট বুকে ততোধিক ছোট কলজের সাহসে ভর করে একটা অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদক পাওয়ার কথা।

জানি শাসকরা নীতিপরায়ণ পুলিশ চায় না। তাহলে শাসকের হয়ে অন্যায় কাজ করবে কারা? তাই আমাদের দেখো, তোমরাও তোলা তোলে। এই গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি চলছে স্বাধীন ভারতে। তাই তারা স্বাধীন ভারতে ইংরেজ প্রণীত পুলিশ আইনকে আর পরিবর্তন করতে চায় নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পুলিশ আইন স্বাধীন ভারসবাসীকে কতটা সুরক্ষা দেবে তা সহজেই অনুমেয়। ভারতে বর্তমানে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে বিরোধী জোটের মধ্যমণি আমাদের দিদিমণি যিনি অত্যন্ত মানবিক মন সম্পন্না তিনিও একবার বলেন নি যে পুলিশ কেন এমন আচরণ করবে?

প্রণববাবু নাগপুরে সংঘের মঞ্চে বললেন যে গণতন্ত্র অনুশীলন করতে হয়। দেশের রাজধানী দিল্লির ছাত্র যুবরাও নির্ভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদের মতো প্রতিবাদে সামিল হয় নি। আমরা যে দিন এই ভাবে গর্জে উঠে সমস্বরে প্রতিবাদ করব পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে সেইদিনই বন্ধ হবে এমন অত্যাচার। যদি প্রতিটা শহরের হাজার হাজার মানুষ মিছিল করত এই কিশোরটির সমর্থনে তাহলে শাসকের টনক নড়ে যেত। আর কোথাও কোন পুলিশ এমন কাজ করার সাহস পেত না।

আমরা তা পারিনি। ১২৫ কোটি দেশবাসী একটা কিশোরের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলাম। ওই কিশোর যখন যুবক হবে তখন দেশ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার এই সমস্ত শব্দ গুলো প্রতিনিয়তই ব্যঙ্গ করে হাসতে থাকবে? ভারতের সংবিধানের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পুলিশ দেখলেই পাথর ছোঁড়ার ইচ্ছা জাগতে পারে। আবার মানব বোমা হয়ে সমাজের প্রতি ঘৃণায় কোথায় বিস্ফোরণ ঘটাতেও পারে। ভারতের বহু স্থানে এমন ভাবে নিরীহ কিশোরদের সন্ত্রাসবাদের পথে এই সমাজই ঠেলে দিচ্ছে। সচেতন হওয়ার সময় কিন্তু এখনও বহে যায় নি।

মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও স্বল্প কর্মসংস্থানের ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–এলাকায় কর্মসংস্থান না থাকায়,এবং স্বনির্ভরতা না হওয়ায় মহিলা পুরুষদের প্রতিনিয়ত কলকাতায় সহ অন্যান্য জায়গায় কাজ করতে যেতে হয় ক্যানিং ব্লক সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বেশির ভাগ বাসিন্দাদের। এলাকার

মহিলারা ও শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীরা যাতে করে স্বনির্ভর হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে

ক্যানিং ১নং ব্লকে মহিলাদের স্বনির্ভরতা,পশুপালন,কৃষি,মৎস চাষ,পোল্ট্রি,পুতুল তৈরি ইত্যাদি কাজের উপর ট্রেনিং দিয়ে স্বল্প কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কাজ শুরু করলো ক্যানিংয়ের বিদ্যাসাগর জনকল্যাণ চেতনা সমিতি।

মূলত সুন্দরবন সহ ক্যানিং এক নম্বর ব্লকে বেশির ভাগ মানুষজন কৃষির উপর নির্ভরশীল। যাতে উপযুক্ত ট্রেনিং নিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালন করে স্বনির্ভরতা লাভ ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং রাজ্য ও নাবার্ড এর একান্ত সহযোগিতায় এমন কর্মযজ্ঞ শুরু হল ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠী গ্রামে। রবিবার বিকালে এই স্বনির্ভরতা ট্রেনিং প্রকল্পের সূচনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী জেলা সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শিবু চক্রবর্তী,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অনিমেষ মন্ডল সহ বিশিষ্টরা।

বিদ্যাসাগর জনকল্যাণ চেতনা সমিতি'র ডাইরেক্টর ভক্তিপ্রসাদ প্রামানিক বলেন, পুতুল তৈরি,মাছ চাষ,কৃষি,পোল্ট্রি বাচ্চা উপাদন,ছাগল,গরু পালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক ভাবে যাতে স্বাবলম্বী হয় এবং সরকারী অনুদান পেয়ে যাতে করে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে সহযোগিতা করা হবে। বর্তমানে ক্যানিং এক নম্বর ব্লকে শুরু হলেও আগামী দিনে সুন্দরবনে অন্যান্য ব্লকেও এমন প্রশিক্ষণ চলবে বলে জানিয়েছেন।

ভক্তিপ্রসাদ প্রামানিক আরো বলেন, প্রাথমিক ভাবে ২৫০ জন বেকার যুবক–যুবতী,গৃহবধু সহ মহিলাদের কে নিয়ে শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ শিবির।

ডাক্তারদের সম্মান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ১লা জুলাইকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস' বা ন্যাশনাল ডক্টরস ডে' হিসেবে পালন করা হয় সমগ্র ভারতবর্ষে। সেই মহাতম ব্যক্তিত্ব কে স্মরণ করে ১লা জুলাই

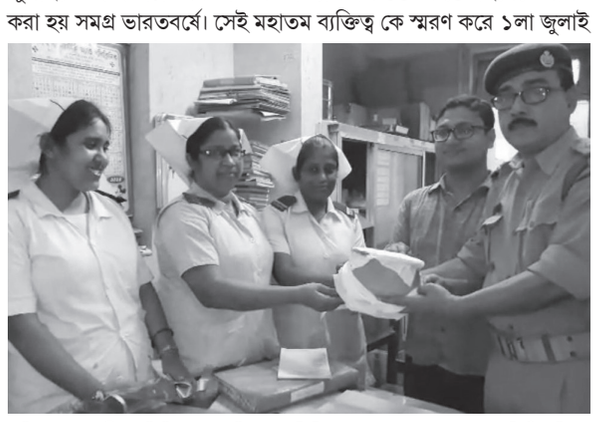

রবিবার জাতীয় চিকিৎসক দিবসে চিকিৎসকদের হাতে ফুল মিষ্টি দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরা। বছরের ৩৬৫ দিন রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত রয়েছেন এই চিকিৎসকরা। আর এই কাজটি করলেন পুলিশ কর্মীরা, যারা নিজেরাও বছরের সবকটি দিন সবসময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখেন। জাতীয় চিকিৎসক দিবসে এই অকল্পনীয় অভিনব যুগলবন্দী দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।

উল্লেখ্য সারাবছর সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার কাজে নিয়োজিত থাকেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা, তেমনি সারা বছর ধরেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন পুলিশ কর্মীরা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হোক বা পুজো পার্বণ সব সময়ই সাধারণ মানুষের পাশে থাকেন চিকিৎসক ও পুলিশ কর্মীরা। নিজেদের সুখ,দুঃখ ও নিজেদের পরিবারের সঙ্গ উপেক্ষা করেই এই মানব সেবার পেশার তাগিদে সাধারণের জন্য নিয়োজিত হন দু পক্ষই। এই দুয়ের যুগলবন্দীতে কার্যত নিজেদের অনেক বেশি নিরাপদ মনে করেন সাধারণ মানুষজন। জাতীয় চিকিৎসক দিবসে তাই আরও একবার সেই যুগলবন্দী দেখল রাজ্যবাসী। ডক্টরস ডে'র দিনে চিকিৎসকদের হাতে ফুল মিষ্টি তুলে দিয়ে নজির গড়লেন ক্যানিং থানার পুলিশকর্মীরা। পুলিশ কর্মীদের এই উদ্যোগে ব্যাপক খুশি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। জাতীয় ডক্টরস ডে' তে এই সম্মান জানাতে পেরে খুশি ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরাও।

পাঠকের কলমে

বাহবা

আলিপুর বার্তার (২/৬–৮/৬) 'মনের খেয়াল' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের ছোটদের জন্য লেখা 'ফুডস্নিপার' গল্পটি এক কথায় অনবদ্য, বাস্তবধর্মী কল্প–বিজ্ঞানের গল্প। গল্পটি পড়ে বলাই যায় : 'আজ যা কল্পবিজ্ঞান, কাল তা হবে প্রকৃত বিজ্ঞান'। সশ্রদ্ধ অভিনন্দন শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে।

নমস্কারান্তে,
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮বি, তেলীপাড়া রোড,
কলিকাতা ২৫

পূর্বে গুরুত্ব দেওয়া হোক

শ্যামবাজারে সেদিন সকালে একজন মহিলার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়ার পর ট্র্যাফিক বিভাগ সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্বে ওইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখলে তো ওই দুর্ঘটনা ঘটতো না। আমরা হতবাক হই ভেবে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সব সময় সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না কেন, যা থাকলে দুর্ঘটনা ঘটে না।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
১, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা ১৬

ফেরিঘাটের হালহকিকত মুগ্ধ করেছে

'নীল নবঘন আষাঢ় গগনে' তিল ঠাঁই আর নাহি রে। ও রে তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।' বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টির সঙ্গে এই বিখ্যাত কবিতা আউরানোর ফাঁকে যদি একটু ভেবে দেখা যায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত মানুষ এই ভরা বর্ষায় কেমন আছেন? নিশ্চিতভাবে জলে–জঙ্গলে যুদ্ধক্লিষ্ট মানুষদের জন্য শিহরিত হতে হয়। আর ঠিক এমনই এক মুহূর্তে প্রিয় আলিপুর বার্তা পত্রিকায় 'পারের বালাই' শীর্ষক যে লেখায় ফেরিঘাটগুলির সাম্প্রতিক হালহদিশ তুলে ধরা হচ্ছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে।

ইতি
পাঁচুগোপাল দত্ত, বারুইপুর

পাঠকের নিজস্ব মতামত : সম্পাদক দায়ী নয়

গোবরডাঙায় 'এসো হাত ধরি' অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৩০ জুন শনিবার অপরাহ্নে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ঠাকুরনগর শাখা অফিসে 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে দরিদ্র অসহায় ও বিকলাঙ্গ মানুষকে সাহায্য দানের অনুষ্ঠান উদযাপন

করে। চলতি বছরে এই শাখার এই প্রকল্পে এটি দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষাল, সভাপতি ঠাকুরনগর বাজার সমিতি, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ওই সমিতির সম্পাদক শ্যামল সরকার, সভাপতি, ভেন্ডার সমিতি, বিদ্যুৎ মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজেসেবী অঙ্কিতা শ্রীবাস্তব, ম্যানেজার ইউবিআই, পারমিতা রায়, ফিল্ড অফিসার, এসবিআই এবং হিমাদ্রি গোমস্তা, গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির সভাপতি। হিমাদ্রি গোমস্তা তাঁর বক্তব্যে এই প্রকল্পে সমিতির অবিরাম প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে সমস্ত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্য প্রার্থনা করেন, যাতে আরও বেশি অসহায় মানুষকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অতিথিরা সকলেই সমিতির এই কল্যাণকর প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে এই প্রকল্পে সমিতির পাশে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন অসহায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধা, ৩ জন প্রতিবন্ধী ও ১ জন দৃষ্টিহীনকে খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্য করা হয়।

ভারতের কৃতী সন্তানের জন্মদিনে কৃতী ছাত্র সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোদাখালি কল্যাণ মিত্র নাগরিক সমিতির ৮ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হল হাউড়ি দীননাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কক্ষে (নোদাখালি, বজবজ ২)। গত ১ জুলাই সকাল ১০টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা ও সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন যথাক্রমে সমিতির সভাপতি অর্ধেন্দু শেখর মাজী ও সমিতির সম্পাদক বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বজবজের আরুতি নার্সিং হোমের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বিনা ব্যয়ে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার ও ইসিজি পরীক্ষা করা হয়। ৭০ জন মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এরপর বিকাল ৪টে থেকে শুরু হয় ভারতবর্ষের এক কৃতী মানুষ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পূণ্য জন্মদিনে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রানিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিপদ চালিতা। প্রধান অতিথি ছিলেন বুড়ুল স্কুলের শিক্ষক সুপ্রিয় রায় ও বিশেষ অতিথি হিসাবে আলিপুর বার্তার নিবন্ধকার ও সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। বেশি নম্বর কী ভাবে পেতে হয় বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কিছু কৌশলের কথা বলেন সুপ্রিয় রায়। একদিকে ক্রমশ সংকুচিত কর্মসংস্থান অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান লক্ষ লক্ষ চাকরি প্রত্যাশী এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার বাতাবরণের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের জীবন শুরু করতে হবে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে, এর দায় আমাদের এই বলে সাংবাদিক গোস্বামী ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। সভাপতি চালিতা বাবু নৈতিক জীবন গঠনের কথা বলেন। ১৬ জুন উচ্চ মাধ্যমিক ও ২৭ জুন মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেয় অতিথিরা। তার আগে চন্দনের ফোঁটা গোলাপ ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যেককে বরণ করা হয়। মাঝে মাঝে সুকণ্ঠে রুচিশীল সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে পরিচালনা করেন বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানস অধিকারী।

বীরভূম

‘হুল’ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০জুন জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ডাকবাংলো মাঠে পালিত হল ১৬৪তম ‘হুল’ দিবস। উপস্থিত ছিলেন নবাগতা জেলাশাসক মৌমিতা গোদালা বাসু, সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক কৌশিক সিনহা, জেলাপরিষদ সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত, মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজনগর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, মুরারই বিধায়ক আব্দুর রহমান, সিউড়ি, দুবরাজপুর বিধায়ক সহ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিত্বরা। ১৯টি ব্লকের বিভিন্ন আদিবাসী কলাকুশলীরা কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে মাদলের তালে আদিবাসী নাচ গান প্রর্দশন করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বক্তা সাওঁতাল বিদ্রোহের ইতিহাস তুলে ধরেন। বিদ্রোহের বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। আদিবাসীদের হাতে ‘ড্রাইভিং লাইসেন্স’ তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন জনমুখী সরকারি প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা ছিল। ইলামবাজারে ‘হুল’ দিবস পালনের পর বনভোজন করা হয়।

উপপ্রধানের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ জুন ভোরে রানিগ্রামে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো গাংমুড়ি–জয়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদীপ দাস। রাজনগর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

১১৩ বছরের পিতলের রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯০৫ সালে লাভপুর গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী যাদবলাল বন্দোপাধ্যায় পিতলের রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। দুটি মন্দিরে মুখোমুখি দুটি রথ হয় – একটি রথের এবং একটি পিতলের। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লাভপুরে বসে গ্রামীণ মেলা।

শিশু মৃত্যু, রণক্ষেত্র পাইকর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠলো পাইকর গ্রামীণ হাসপাতাল। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, কুতুবপুর গ্রামের ইমাউদ্দিন শেখ (১২) কে পেটে ব্যথার উপসর্গ নিয়ে পাইকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। কবর দেওয়ার আগে স্নান করানোর সময় ইমাউদ্দিন হাত পা নাড়তে থাকে বলে দাবি পরিবারের। পুনরায় পাইকর গ্রামীণ হাসপাতালে আনার কিছুক্ষণ পর মারা যায় ইমাউদ্দিন। এরপর উত্তেজিত জনতা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়। মুরারই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মৃতদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে বাহিরী গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে পিয়ারুল শেখ (১৫) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। বাড়ি বাপিনা গ্রামে। ছমাস আগে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে থাকতো পিয়ারুল। বালিগুনি গ্রামে শ্বশুরবাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে নুন মাখানো জামাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করলো নানুর থানার পুলিশ। মৃতের নাম রসুল বক্স (৪৫)। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার আলেপুর গ্রামে। মুম্বাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। পুলিশ পাচঁজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ জুন মুরারই থেকে রাজগ্রাম যাওয়ার সময় আব্দুল্লাপুর কালভার্টে ধাক্কা মারে একটি মোটরবাইক। ঘটনাস্থলে মারা যায় মেহেবুব শেখ নামে এক বাইক আরোহী। জখম আজাদ শেখ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাড়ি সিতাপাহাড়ী গ্রামে। অন্য আর একটি ঘটনায় কানুর গ্রাম থেকে ছোটো হাতিতে চেপে বাতিকারে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে যাওয়ার পথে মাখড়া ক্যানেলপাড়ে ছোটো হাতি উল্টে ঘটনাস্থলে মারা যায় সদাই হাজরা। জখম পাচঁজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আরও একটি দুর্ঘটনায় মারা যান শিক্ষিকা। বিদ্যালয় থেকে স্কুটিতে বাড়ি ফেরার পথে মাঠপলশার কাছে বালিবোঝাই লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষিকা রুমেলা ধীবর (৩৫)। বালিবোঝাই লরি চলাচলের বন্ধের দাবিতে উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শিক্ষিকার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

উপডাকঘরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট ১৪ নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রেলপাড় উপডাকঘরে বেহাল পরিষেবার বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদ,১৪ নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি সভাপতি তুষারকান্তি রায়,আইএনটিইউসি র সহসম্পাদক মৃন্ময় ঘোষ,শহর সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু),রামপুরহাট বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা। আইএনটিইউসি র রামপুরহাট শহর সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, ‘আগামী তিনদিনের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে আগামীদিনে হেড পোস্ট অফিসের সামনে ধর্নায় বসবো’।

ডেঙ্গু আতঙ্ক বীরভূমে

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই মুরারইয়ের বিভিন্ন এলাকায় মুরারই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যেগে ডিডিটি স্প্রে করা হচ্ছে। মুরারই এলাকার বাসিন্দাদের দাবি ‘মশা নিধনে কামান ব্যবহার করতে হবে এবং অঢাকা নর্দমাগুলিতে ঢাকনা দিতে হবে’। মুরারই গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান দুলাল বিন বলেন, ‘ঝোপ জঙ্গল পরিস্কার এবং ডিডিটি স্প্রে করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা লেবারের। মাত্র চারজন লেবার দিয়ে এতো বড়ো এলাকা পরিস্কার রাখা যায় ? সমস্যার কথা বিডিওকে জানিয়েছি’। মুরারই–১নং বিডিও তপন হালদার বলেন, ‘এটা তো গ্রামীণ এলাকা। এলাকায় সার্ভে করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে’। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের বীরভূম জেলা আহ্বায়ক প্রলয় নায়েক বলেন, ‘বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে ডেঙ্গু সম্বন্ধে সচেতনতা প্রচার চালানো হবে’। বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি বলেন, ‘জানুয়ারি মাস থেকে বাড়িতে বাড়িতে সার্ভে করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত এবং বিএমওএইচদের সতর্ক করা হয়েছে’।

মধ্যমগ্রাম–দিঘা বাস চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্যমগ্রাম এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদার এবার অবসান হতে চলেছে। মধ্যমগ্রাম থেকে দিঘা বাস পরিষেবা চালু করল সরকার। মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উপস্থিত ছিলেন পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান রজপাল সিং। প্রতিদিন সকালে ৭টা থেকে এই পরিষেবা চালু থাকবে। নন এসি বাস ভাড়া পড়বে ১৫৯ টাকা। অন লাইন বুকিং করে যাত্রী পরিষেবার সুবিধা নেওয়া যাবে। পরবর্তী সময়ে মধ্যমগ্রাম তারাপীঠ বাস পরিষেবা চালু করা হবে বলে পরিবহন সূত্রে জানা গেছে?

মিছিল থেকে তৃণমূল কর্মীদের জোটবদ্ধ হওয়ার বার্তা নেতৃত্বের

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ পেট্রো পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের নানা জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং ২১ জুলাই ধর্মতলায় গৃহীত দলীয় কর্মসূচির প্রচারে ২ জুন বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচি থেকেই আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

এদিন দলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি দেবু টুডু, এলাকার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপস্থিতিতে শহরের ঘোষেশ্বর তলা থেকে বিশাল মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা শেষে স্টেশনবাজার চৌরাস্তায় একটি সভা হয়। তবে, এই কর্মসূচিতে সকলের নজর কেড়ে নেন কাটোয়ার প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান তথা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমর রাম। এই অমরবাবু কাটোয়ার বিধায়ক তথা বর্তমান পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা বলে পরিচিত। ২০১৫ সালে পুরসভা নির্বাচনে অমর রামের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ১০টি আসনে জয়লাভ করে এবং বাকি ১০টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে

কাটোয়া

কংগ্রেস প্রার্থীরা। তখন চেয়ারম্যান হয়েছিলেন অমর রাম। এর কিছুদিন পর দীর্ঘদিনের বিধায়ক রবিবাবু কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে সদলবলে যোগদান করেন। তারপর ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পুনরায় বিধায়ক নির্বাচিত হন। তবে, সেই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে একপ্রকার হারতে হারতে রবিবাবুকে জিততে হয়েছিল। জানা গেছে, বিধায়কের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিল তৃণমূলের চরম গোষ্ঠী কোন্দল। একসময় এই কোন্দল চড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোলে অমর রামকে পুর চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে যেতে হয়। সেই জায়গায় বসেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ওই সময়ের পর থেকে বেশ কিছুদিন অমর রাম ও রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে কার্যত মুখ দেখাদেখি ছিল না। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কাটোয়ার খাজুরডিহিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলনে রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও স্বপন দেবনাথের উপস্থিতিতে অমর রাম ও রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম পাশাপাশি বসেন। তবে, তারপরেও নানা ইস্যুতে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে এই দুই নেতা একই মঞ্চে হাজির থাকলেও তাঁদের মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব রয়েই গেছে। মাসকয়েক আগে পুরসভায় কাউন্সিলরদের একটি সভা চলাকালীন সেই দ্বন্দ্ব ব্যাপকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। এমনকি, এবারে দলের তরফে ঈদের ইফতার পার্টির আয়োজন নিয়েও দুই নেতা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান। আর এই দুই নেতার দ্বন্দ্বের বিষয়টি দলের জেলা ও শীর্ষ নেতৃত্বের অজানা নয়।

একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ যখনই কাটোয়ায় দলীয় কোনও কর্মসূচিতে হাজির থাকেন তখনই দুই মেরুর এই দুই নেতাকেও হাজির থাকতে দেখা যায়। এদিনও যার অন্যথা হয়নি। যেকারণে দলীয় কর্মসূচিতে এনারা থাকলেও কর্মীদের নজর কেড়ে নেন অমর রাম। তবে, এদিনের কর্মসূচিতেও তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ছাপ পড়েছিল। পার্শ্ববর্তী দাঁইহাট শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতাকর্মী দলের মিছিলে যোগ দেননি। এই সব নেতাকর্মী বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরোধী গোষ্ঠীর বলে এলাকায় পরিচিত। তবে, বিধায়ক বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা তথা দাঁইহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রণজিত সাহা এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ফের সোনারপুরে ভুয়ো চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিএ পাশ ,প্রেস্ক্রিপশনে এম বি বি এস ডিগ্রির জায়গায় ডিপ্লোমা ইন অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন তকমা লাগিয়ে চিকিৎসা করতেন। এ হেন চিকিৎসকের প্রেস্ক্রিপশনে স্যালাইন–এর মাত্রা বেশি করে (১ ঘণ্টায় ৫ বার)

এক কলেজ ছাত্রী রমা হালদার কে দেওয়ায় সে কথা বলার শক্তি হারিয়ে অসুস্থ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হল কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। কলেজ ছাত্রীকে ভুল চিকিৎসা করায় ভুয়ো সন্দেহে ওই অভিযুক্ত চিকিৎসক কে ধরে এলাকার লোকজন দেয় উত্তম মধ্যম। পড়ে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে উত্তেজিত বাসিন্দাদের হাত থেকে অভিযুক্ত চিকিৎসক কে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনাটি ঘটে সোনারপুরের গড়িয়া আদর্শনগর লক গেট এলাকায়। এর জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর , সোনারপুরের গড়িয়া আদর্শনগর এলাকার বাসিন্দা রমা হালদার তার দাদা ,মার সাথে থাকে। বছর ২১ এর রমা কলকাতার মুরলী ধর কলেজের বি এ ফাইনাল বর্ষের ছাত্রী। এই প্রসঙ্গে তার দাদা শুভেন্দু ও ভাস্কর জানায় , গত সোমবার দুপুর ২ টার পরে আমার বোন কলকাতার কম্পিউটর সেন্টার থেকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। তার বন্ধু –বান্ধবীরা বাড়ি পৌঁছে দেয়। এর পর অসুস্থ রমাকে আমরা আমাদের এলাকার চিকিৎসক রাকেশ মণ্ডল এর কাছে ওষুধ আনি। তার প্রেস্ক্রিপশনে মতো ১ ঘণ্টায় প্রথমে চার বার পরে আরও একবার স্যালাইন দেওয়া হয় বোন কে। এর পর বোন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে ও কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এর পর আবার ওই পাড়ার চিকিৎসক রাকেশ মণ্ডল কে ডাকতে গেলে তিনি বোন কে কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেন। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা বলে ভুল চিকিৎসা হয়েছে। এর পর বোন কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রমার ভাই ভাস্কর জানায় , এই চিকিৎসকের কাছে ৫ মাস ধরে বোন চিকিৎসা করছে , তা সত্ত্বেও কি করে ওই জাল চিকিৎসক আমার বোন কে ১ ঘণ্টায় ৫ বার স্যালাইন দিল? বি এ পাশ করে জাল করে এলাকায় চিকিৎসা করতো ওই রাকেশ মণ্ডল। তার শাস্তি চাই। এলাকার বাসিন্দারা জানায় , রাকেশ মণ্ডল আদতে গোসাবার বাসিন্দা। ২ বছর ধরে গড়িয়া আদর্শ নগরে রমাদের বাড়ির পিছনেই ভাড়া থেকে নিজের চেম্বার খুলেছিল। এক সাথে স্ত্রীরোগ , শিশু রোগ ,দাঁত তোলা সব চিকিৎসা করত। এলাকার লোকজন ঘটনার পর ওই জাল চিকিৎসকের চেম্বার বন্ধ করে দেয়। সোনারপুর থানায় ঘটনায় ওই চিকিৎসকের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবারের লোকজন।

বিজেপি–সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দূরবীন দিয়ে এবার খুঁজতে হবে। গত ১ জুলাই ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস থেকে প্রায় ২০০০ কর্মী সমর্থক ও নেতা তৃণমূলে যোগদান করলেন। মূলত বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বজবজ–২ নম্বর ব্লকের পর্যবেক্ষক শ্রীমন্ত বৈদ্যর তৎপরতায় বিরোধী শিবিরে এতবড় ভাঙন তৈরি হল বলে সূত্রের খবর। বিজেপির দীর্ঘদিনের নেতা চিত্ত গায়েন সহ ডি–রায়পুর, বুড়ুল, নস্করপুরের সিপিএমের নেতাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন শ্রীমন্ত বৈদ্য এবং বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা বুচান ব্যানার্জি, কৃষ্ণ মণ্ডল, জয় হিন্দ বাহিনীর চেয়ারম্যান সুরজিৎ হাজরা সহ তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা জসীমউদ্দিন মল্লিক, স্বপন রায়, ডাঃ তরুণ রায়, জেলা সংখ্যালঘু সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি রহিম খান, স্বপন হাতি প্রমুখ। তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিরোধী শিবিরের নেতারা বলেন, তারা স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে মানুষের জন্য কাজ করতে চান। ওই দিন সকালে তারা–মা মার্কেটে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লকের ৩৬০ জন ছাত্র–ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যুবনেতা তাপস চক্রবর্তী ও শেখ বাপী।

ধরা পড়ল পলাতক ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি :ক্যানিং ঃ–স্কুলে পড়াশোনা একটু খারাপ করার জন্য বাড়িতে আভিভাবককে ডেকে আনতে বলেছিল স্কুলের শিক্ষিকা। ভয়ে বাড়িতে গিয়ে কিছুই বলেনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের মল্লিকপুর গার্লস হাইস্কুল(উঃমাঃ) এর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী অলিসা খাঁন।ভয়ে আতঙ্কিত ওই ছাত্রী অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মল্লিকপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে সোনারপুর নামে,সেখান থেকে আবার ক্যানিংয়ের ট্রেনে উঠে

ক্যানিং স্টেশনে নেমে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একা ওই ছাত্রীকে অস্বাভাবিক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে রেলপুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে ওই ছাত্রী সমস্ত ঘটনা বলে রেল পুলিশকে। ক্যানিং আরপিএফ খুবই তৎপরতার সাথে ওই ছাত্রীর বাড়িতে যোগাযোগ করে তাকে তার বাবা আবদুল্লা খাঁনের হাতে তুলে দেন। আবদুল্লা খাঁন অঝোরে কেঁদে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমার সব সর্বনাশ হয়ে যেত যেত মেয়েকে না পেলে। ক্যানিং আরপিএফ যে ভাবে আমার ছোট্ট মেয়েকে উদ্ধার করে আমার হাতে তুলে দিয়েছে তাতে রেল পুলিশের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

অন্যদিকে ক্যানিং আরপিএফ–এর এসআই সহদেব যাদব বলেন, রেলপুলিশ হিসাবে কর্তব্য পালন করে ওই ছাত্রীকে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করলো পুলিশ

অকারণ মুখোপাধ্যায় ঃ_ ১৭ বছরের এক নাবালিকা কন্যাকে বিয়ের পাঁি থেকে তুলে এনে বিয়ে বন্ধ করলো প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত ১২টায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার মালীরধার গ্রামে। এদিন রাতে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ও চাইল্ড গিয়ে বন্ধ বিয়ে বন্ধ করে ঐ ১৭ বছরের নাবালিকার।উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাোয়া থানার হাটপুকুর গ্রামের জাহান আলি সরদারের এক নাবালিকা মেয়ে জীবনতলা থানার কুমীরমারি গ্রামের আজীর আলি পুরকাইতের ছেলে বাকীবিল্লা পুরকাইতের সাথে পালিয়ে চলে এসে মঙ্গলবার গভীর রাতে ক্যানিং থানার মালীরধার গ্রামের সেকেন্দার সরদারের বাীতে গোপনে বিয়ে করার প্রস্তুতি নেয়।

অবশেষে চাইল্ড লাইনের বান্টী মুখার্জী ও ক্যানিং থানার এস আই সামাউন বাসার এর নেতৃত্বে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হয় এবং ঐ নাবালিককে উদ্ধার করে তার বাবার হাতে তুলেদেন।

এস আই সামাউন বাসার বলেন মেয়েটি বাীতে না জানিয়ে পালিয়ে এসে বিয়ে করছিল। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ঐ নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পের আমরা খুশি।

সম্প্রতি কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে শিশুদের একটি বিখ্যাত স্কুল ‘লিটল মিলেনিয়াম’–এর তিনদিনের কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন ‘লিটল মিলেনিয়াম’–র চিফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার রামন বাজাজ ও শিক্ষিকা মনজিৎ লেঘা।

নতুন আইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কয়েকটি থানার আইসি বদল হল। নোদাখালি থানার নতুন আইসি হলেন মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানা থেকে এলেন। এর আগে তিনি এই জেলার কাকদ্বীপ–জয়নগর–ডায়মন্ড হারবার থানায় ছিলেন। ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি হলেন অরিজিৎ দাশগুপ্ত। তিনি নোদাখালি থেকে ওখানে গেলেন। ফলতা থানার আইসি হচ্ছেন রামেশ্বর ওঝা।

প্রয়াত আখতার সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ গুরুদ্বয়ারের সভাপতি আখতার সিং গত ২৫ জুন ৭৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন দক্ষিণ কলকাতার গড়চার নিজ বাসভবনে। ১৯৪৪ সালের ২০ ডিসেম্বর পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বিগত ২০ বছর বজবজ গুরুদ্বয়ারের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরই হাতে এই গুরুদ্বয়ারের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতি বছর ২৯ সেপ্টেম্বর কোমাগাটামারু শহিদ দিবসে তারই উদ্যোগে ২টি বাস ভর্তি শহিদদের পরিবারের সদস্য এখানে আসতেন এবং লঙ্গরখানায়

খাওয়া দাওয়া করতেন। জানা গিয়েছে তাঁরই অনুরোধে একসময় এখানে শিশির বোস ও লেফটেনান্ট জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরীর মতো বহু গুণিজন এসেছেন। অনেকেই আক্ষেপ করেছেন তার মরদেহ বজবজ আনা হয়নি বলে।

শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি উত্তর ২৪পরগনা জেলা কমিটির আহ্বানে,জেলা সংসদ দফতরের সামনে এক ডেপুটেশনের আয়োজন করা হলো। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। দশ দফা দাবি নিয়ে শিক্ষকরা এরপর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর সাথে দেখা করেন ও মত বিনিময় করেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তী। এছাড়া অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,দীপক ঘোষ,দুলাল পাল ও শীতলা কিঙ্কর মজুমদার প্রমুখ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কুলতলিতে

প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সকালে বিপচাঁদের সাতজন কর্মী ফিসারির জলপথ ঠিক করার জন্য কাজ করছিলেন। অভিযোগ সেই সময় জবেদ আলি গাজি ও তার অনুগামিরা এসে আচমকা হামলা চালায় বিপচাঁদের লোকজনের উপর। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয় মোজারুল গাজী। পাল্টা বন্দুক বের করে জবেদ আলির লোকজনের দিকে গুলি চালায় বিপচাঁদের লোকেরাও। ঘটনায় অপর পক্ষের জাহাঙ্গীর গাজী নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক মহিলা সহ দুই পক্ষের মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এটিকে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল বলে দাবী করলেও কুলতলি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল মাঝি বলেন, ফিসারি দখলকে কেন্দ্র করেই দু পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে গুলি চলেছে। এর পিছনে কোন রাজনীতি নেই।

কাল হল শাসকের

প্রথম পাতার পর

এসব চলতেই থাকবে। লর্ড ম্যাকালের রিপোর্ট মেনে পরিকল্পনা মাফিক জ্ঞান ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বৃটিশ চালু করেছে ভোগ ও উপার্জনের শিক্ষা। তারা জানতো একটি জাতির মেরুদণ্ড হল তার শিক্ষাব্যবস্থা। সেটাকে ভাঙতে পারলেই তাকে পদানত করা যায়। এই ফর্মুলাতেই এদেশে একটি বলিষ্ঠ জাতিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে প্রায় ৩০০ বছর রাজত্ব করে গিয়েছে ইংরেজ। সেই ভোগ সর্বস্ব বিদেশি ভাবধারায় জারিত শিক্ষার পরম্পরা রক্ষা করে চলেছি আমরা। প্রতিদিন শিখছি কিভাবে অন্যকে ঠকিয়ে নিজে ভালো থাকা যায়। ফলে এই শিক্ষাকে সকলে মিলে আগলে রাখতে হবে। তা হলে সকলের ভালো হবে। প্রকৃত এই শিক্ষার বিনাশ চাইলে সব দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছেড়ে উপার্জনের সঙ্গে জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার সিলেবাস চালু করতে হবে। ইতিমধ্যেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বর্তমান শিক্ষায় আমরা মনুষ্যত্ব হারাচ্ছি। অর্জন করছি বিকৃত মানসিকতা।

নিষিদ্ধ পল্লির ছায়া

প্রথম পাতার পর

তবে ফোর্সের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় এই বিশাল হাসপাতাল ক্যাম্পাসের সর্বত্র একভাবে নজর রাখা সম্ভব হয় না।’ কোনও এফআইআর দায়ের হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ওটা থানার ব্যাপার। আমি বলতে পারব না।’ এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার সুব্রত মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। ধরপাকড় চলছে। কিন্তু এর মাধমে তো এই ব্যাধি সারানো সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা বাড়ির অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। রাত বারোটা–একটার সময় তারা কোথায় আছে এ খবর অভিভাবকদেরই রাখা জরুরি। আমি রাত সাড়ে আটটা–নটার পর বাড়ি ফিরি। যা সাধারণত কোনও সুপার করে না। তবে একজন ডাক্তার হিসেবে বলতে পারি, এই রোগ সাধারণত পুলিশ দিয়ে, প্রশাসন দিয়ে সারাবার নয়। এই সামাজিক ব্যাধি সারাতে গেলে ভিতর থেকে সারানো দরকার। এজন্যে প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের বাবা–মাকে এগিয়ে আসতে হবে।’ সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকদের অভিমত, আগামী দিনে বারাসত হাসপাতালে রাজীব দাস হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হলে অবাক হবার কারণ থাকবে না। এমনকি এই দায় বর্তাবে কার উপর? এমন প্রশ্নও করেন তারা।

মহানগরে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই এডিস লার্ভার বিচরণ ক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর গত ৩০ জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের নেতৃত্বে ভেক্টর কন্ট্রোল টিম মশার উৎস বিনাশে অভিযান চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব জায়গায় মশার লার্ভা, মশার সম্ভাব্য আঁতুড়ঘর ও জমা জঞ্জাল পাওয়া গেছে সেগুলি হল : ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের বিপরীতে দু'টি ড্রামের উপরে জমা পরিষ্কার জলে ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এডিস ইজিপ্টাই মশার লার্ভা পাওয়া যায়। এবং ওই অডিটোরিয়ামের সম্মুখে নির্মীয়মাণ বাড়ির তিন থেকে চারটি জায়গায় এডিস মশার লার্ভা কিলবিল করতে লক্ষ্য করা যায়। গ্রাউন্ড সুপারভাইজারের অফিসের পাশে পরিত্যক্ত লোহার আলমারিসহ মোট আটটি জায়গায় এডিসের লার্ভা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ৩৯ বেঙ্গল বিএনএনএইচসি–র পাশে পরিত্যক্ত 'প্লাস্টিকের সিটে' এডিসের লার্ভার ছয়লাপ। তবে সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যে ঘরে বসেন, সেই ঘরের সামনে একটি মাটির 'ঘটে' এডিস ইজিপ্টাই মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। গত বছরও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ডেঙ্গু সংক্রমণের অভিযান হয়েছিল। এবার অবশ্য সেই পরিস্থিতির ৮০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে বলে পুর মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান। পুর অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিবন্ধক' উপস্থিত ছিলেন। ভেক্টর কন্ট্রোল টিম ওনাকে নিয়মিত নিয়ম করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পরিষ্কার–সাফ সুতরো করতে বলেন। স্বনামধন্য 'স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ' এবং 'স্কুল অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে'র মাঝখানে জমা বিশাল পরিমান জঞ্জাল পরিষ্কার করতে বলেন। 'টিচার্স কোয়ার্টারের' আশেপাশের বিশাল জঞ্জাল অবশ্য এদিন পরিষ্কার করা হয়।

পুর ক্লিনিকে থাইরয়েডের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহানগরের ছ'টি এলাকার পুরসংস্থার ছ'টি 'আর্বান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে' 'ব্লাড বায়ো–কেমিস্ট্রি ফেসিলিটিজ'–এর

অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানো হল গত ২ জুন। ওই 'ইউপিএইচসি' ছ'টিতে মশাবাহিত রোগের রক্ত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এদিন থেকে ওই আধুনিক যন্ত্রগুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডায়াবিটিস, থাইরয়েড, কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্র এবং মস্তিষ্কের অসুখের রক্ত পরীক্ষাও হবে। মহানগরে উত্তর কলকাতার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের 'হাতিবাগান ডিসপেনসারি' (বিদুশ্রী সিনেমা হলের নিকটে), ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১০ হার্সি স্ট্রিটে (মালা পাড়া ক্রসিং–এর কাছে), ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের ৪৮–কে দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোডে (ধাপা মসজিদের কাছে), ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজি ডিসপেনসারি (কলকাতা মাদ্রাসার পাশে), ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের লায়ালকা চেস্ট ক্লিনিক (বিজয়শ্রী মন্দিরের বিপরীতে) এবং পর্ণশ্রীর ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কেএমসি ডিসপেনসারি (নববাণী সংঘ পার্কের গায়ে) পুর ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্রগুলিতে আপাতত এই বহুমূল্য পরীক্ষার বিনামূল্যে সুযোগ মিলবে।

গত ২ জুলাই কলকাতায় উদ্বোধন হল 'ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান।' কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা ও ওষুধ সহ আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার এমন পাঁচটি 'চিকিৎসা যান'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়, পুর অধ্যক্ষা মালা রায়, মেয়র পারিষদ, বিরোধী নেতা ও মুখ্য সচেতক প্রকাশ উপাধ্যায়, পুর সচিব হরিহর প্রসাদ মণ্ডল প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে এই ভ্যান পাঁচটি কেনা হয়েছে। মহানগরের ৬০টি বড়ো ওয়ার্ডে আপাতত এই মেডিক্যাল ভ্যানগুলি ঘুরবে।

মেয়র–মন্ত্রীর বাস, তবু বেহালায় সর্বনাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একজন বেহালা পূর্বের বিধায়ক কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বসবাসের পাট চুকিয়ে চলে গিয়েছেন কবেই। অপরজন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কখনও চেষ্টাই করেন নি তাঁর নিজের এলাকায় বসবাস করার। এ থেকেই বোঝা যায় বেহালার জনজীবন বসবাসের উপযুক্ত নয়। এমন ধারণা কোনও নিন্দুকের নয়। যারা দু–একদিন বর্ষার পর বেহালায় গিয়েছেন তাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হতে বাধ্য।

এক গবেষক ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বর্ধিষ্ণু সাবর্ণদের বেহালাকে ব্রিটিশ যতই কলকাতা জিপিওর অন্তর্ভুক্ত করুক বা স্বাধীনতার পরে বেহালাকে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে এনে আপনারা একে শহর বলে যতই চিহ্নিত করুন না কেন, বেহালা আসলে নদী, নালা, খাল বেষ্টিত একটি গ্রাম্য এলাকা। নৌকার আর এক নাম 'লা'। বহু 'লা' থেকে এসেছে বেহালা নামটি। এখানকার বিভিন্ন পাড়ার নাম আজও গ্রাম্য এলাকাকেই নির্দেশ করে। বেহালা আসলে নিচু শালী জমিতে গড়ে ওঠা একটি আধ–খ্যাঁচড়া নগরায়ন।

বেহালায় জল জমা আজকের নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই গ্রাম্য জনপদ ডুবে যেত জলে। এরপর ১১৫ থেকে ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ভাগ করে কলকাতা পুরসভার অংশ হওয়ার পর ছোঁয়া লাগে উন্নয়নের। জাতীয় সড়কের তকমা পায় ডায়মন্ড হারবার রোড। সঙ্গে সমান্তরাল মার্টিন বার্ন রেল লাইনের রাস্তা। আজকের জেমস

জলমগ্ন বেহালার ১২৫ নম্বর ওয়ার্ড। ছবি: অরুণ লোধ

লঙ সরণী। এরপর আধুনিকতার নামে ইঁট–কাঠ–পাথরের বেহালা তৈরি হল। নাগরিক পরিষেবা রয়ে গেল সেই গ্রাম্য তিমিরেই। খোলা কাঁচা ড্রেন, ভাঙাচোরা রাস্তা ঘাট, অনুন্নত পাড়া–মহল্লা। এখন অবস্থা ভয়াবহ। সব ওয়ার্ডই অল্প বৃষ্টিতে জলমগ্ন। বিশেষ করে ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯ এবং ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশের অবস্থা যে কোনও আধুনিক নগরায়নকে লজ্জা দেবে। ভোট পেতে হবে। তাই পুরসভা নেমে পড়ল ড্রেন সংস্কারে। সঙ্গে দোসর কেইআইআইপি। শুরু হল নিকাশী প্রকল্পের কাজ। সমাধান দূরে থাক, এই প্রকল্প বেহালাবাসীর জীবনে নিয়ে এসেছে চরম দুর্দশা। কোথাও কাজ বন্ধ। কোথাও অর্ধেক করে কাজ ছেড়ে পালিয়েছে ঠিকাদার। কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেয়ে মেয়র পারিষদ গিয়েছিলেন ফ্লাইং ক্লাব পাম্পিং স্টেশন পরিদর্শনে। জানা গিয়েছে এখনও পুরোপুরি কাজ করছে না এই পাম্পিং স্টেশন।

বেহালার জল ভাগ্য কি তাহলে বদলাবে না? পুরসভা, সেচ দফতরের গতিপ্রকৃতি বলছে, না। কারণ বেহালার নিষ্কাশন প্রকল্প আগামী ২ বছরেও পুরোপুরি শেষ হওয়ার কোনও আশা নেই। পাশাপাশি বেগোর খাল, মণি খাল, প্রভৃতি ৮–১০টা খাল বুজে গিয়েছে। পুরসভা নিজেই অভিযোগ করেছে সেচ দফতর এই সমস্ত খালে কোনও কাজ করছে না। ফলে বেহালার জল বেরোবার কোনও পথ নেই। এর উপর উঁচু করা হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার রোডের উচ্চতা। সব মিলে অদূর ভবিষ্যতে বেহালার জলযান হবে সেই নৌকাই। উপরে চলবে মেট্রো। নিচে ভাসমান শহর বেহালায় চলবে বহু 'লা'।

ল্যাব : চটজলদি খাবারের গুণমান পরীক্ষার এই ভ্রাম্যমান ল্যাব কলকাতা পুরসংস্থার তরফে কেনা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এটির উদ্বোধন হবে। ১০ রকম খাবারের পরীক্ষা হবে। দুধে ভেজাল, ভোজ্য তেল ও অন্য তেলের ব্যবহার ইত্যাদি।

কেএমসি'তে বিশাখা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্থা রুখতে কলকাতা পুরসংস্থা 'বিশাখা কমিটি'র ছ'সদস্যের নাম ঘোষণা করল। পুরসংস্থার তরফে গত ২৮ জুন এক বিবৃতিতে কমিটির ছ'সদস্যের নাম জানানো হয়েছে। কমিটিতে ছ'সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা। বিশাখা কমিটি'র প্রধান হলেন পুর ডেপুটি চিফ মিউনিসিপ্যাল হেলথ অফিসার চিকিৎসক রণিতা সেনগুপ্ত। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন পুরসংস্থার ট্রেজারার সোমা সেনগুপ্ত, পুর আইন দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার স্বাতী দাস, পুর সচিবের অতিরিক্ত সংবাদদাতা (ইংরেজি) উমা নাগ এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার রেশমি ভট্টাচার্য। এছাড়াও রয়েছেন পুরসংস্থার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড আর্বান অ্যালিভিয়েশন ম্যানেজার সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

বিশ্ব ওড়িয়া সম্মেলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২.১ কোটি ওড়িয়া মানুষ ওড়িশার বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা যে যার মতো প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব ওড়িয়া সম্মেলনির পক্ষ থেকে তাই ২৮ এবং ২৯ জুলাই ২০১৮ দিল্লিতে এক সম্মেলনির আয়োজন করা হয়েছে। সেই নিয়েই ২৮ মে ২০১৮ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, এই সম্মেলনের লক্ষ্য ওড়িশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় হাজার জন উপস্থিত থাকবে ওই দিনে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার ওড়িয়া সংগঠন থেকে প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করবে তারা। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন ধারণা, সাহায্যের, আলোচনা এবং পর্যালোচনার দ্বারা কিভাবে ওড়িশাকে অর্থনৈতিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, ট্যুরিজিম ও অন্যান্য আরও ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক কিশোর দ্বিবেদী এবং সত্যব্রত পাণ্ডা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ কুমার মহাপাত্র, খিরোদ কুমার জেনা সহ প্রমুখরা। এই প্রচেষ্টা সত্যি বাহবার যোগ্য। কিন্তু এখন দেখার দেশবিদেশের ওড়িয়া সম্প্রদায় তাদের দেশের প্রতি এবং রাজ্যের প্রতি কতটা ভালোবাসার নজির গড়ে।

নিকাশিতে ঠিকাদারের কর্মী

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকার নিকাশি দফতরের পাম্পের ঠিকাদারের অধীনে থাকা কর্মীদের বেতন ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক বিধি সঠিকভাবে অনুসরণ বিষয়ক বিধি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কী? বাম পুরপ্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের করা এক প্রশ্নের উত্তরে পুর নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বলেন, গত তিন–সাড়ে তিন বছর যাবৎ আমরা প্রথম থেকে রাজ্য সরকারের আইনকানুন পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে মেনে চলি। যে ঠিকাদারের ইএসআই ও পিএফ নেই তাদের আমরা কোনও রকম সুযোগ সুবিধা দিই না। কোনও রকম সুযোগ সুবিধা দিই না। কোনও রকম সুযোগ সুবিধা দিই না। কোনও কাজও দিই না। অতএব ঠিকাদারের অধীনে যে সমস্ত কর্মীরা কাজ করছে তাঁরা ইএসআই ও পিএফ পাচ্ছে। আর এরইসঙ্গে তারা যাতে ন্যূনতম বেতন পায়, সে বিষয়ে পুরসংস্থা লক্ষ্য রাখে। এবং প্রতিবছর দু'বার করে বেতন বৃদ্ধি পায়। টাকার অঙ্কটা আমি ব্যাখ্যা করছি না। এদের বিষয়ে আর কোনও সমস্যা থাকলে চয়নবাবু আপনি পুর সচিব বা আমার কাছে আসতে পারেন, কারণ বিষয়টি আমার দফতর সংক্রান্ত।

ক্রনিক ব্লাইন্ডনেসের অন্যতম কারণ রেটিনাল ডিজিস : বিশেষজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের ২০২০ সালের মধ্যে অন্ধ মানুষের সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চোখের কর্নিয়া (চোখের সামনের অংশ) সম্পর্কিত রোগের বিষয়ে সাধারণভাবে জানা গেলেও রেটিনা (চোখের পিছনের অংশ) সম্পর্কিত রোগের বিষয় কিন্তু খুব সহজেই অবগত হওয়া যায় না। চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে যাওয়া বা অন্ধত্বের জন্য রেটিনাল ডিজিস চক্ষু সংক্রান্ত অন্যান্য রোগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন ধরনের রেটিনাল ডিজিসের মধ্যে বয়স সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (এএমডি) এবং ডায়বেটিক ম্যাকুলার এডেমা (ডিএমই) হল দুটি প্রধান রোগ, যার কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে। এএমডি এবং ডিএমই রোগকে সারিয়ে তোলা সম্ভব যদি সঠিক সময়ে এই রোগ ধরা পড়ে। সে কারণেই প্রাথমিক পর্বে এই রোগকে চিহ্নিত করার জন্য এই রোগ সম্পর্কিত কিছু উপসর্গকে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বয়স সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (এএমডি) এবং ডায়বেটিক ম্যাকুলার এডেমা (ডিএমই) ধরা কঠিন।

কলকাতার জিডি হাসপাতাল ও ডায়বেটিস ইনস্টিটিউটের অপথ্যালমোলজি বিভাগের প্রধান এবং অপথ্যালমোলজিস্ট ও আই সার্জন ডাঃ সিদ্ধার্থ ঘোষের মতে, 'রেটিনা হল চোখের একটি অংশ যেখানে দৃষ্টি শক্তি চূড়ান্তভাবে তৈরি হয়। যদি রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা দৃষ্টিশক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। বয়স–সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন (এএমডি) এবং ডায়বেটিক ম্যাকুলার এডেমা (ডিএমই) হল এমন রোগ যা দৃষ্টিশক্তি'র অপূরণীয় ক্ষতি ঘটাতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'এএমডি হল চোখের একটি রূপান্তরিত অবস্থা, যার কারণে চোখের ম্যাকুলা'র (রেটিনা'র একটি অংশ যা কেন্দ্রীয়ভাবে দৃষ্টিশক্তিতে সাহায্য করে) ধীরে ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে। এটি সাধারণভাবে বয়স্ক মানুষের মধ্যে দেখা যায়, যার কারণে তাদের দৃষ্টিশক্তি অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণেই সারা বিশ্বের ৮.৭% অন্ধত্বের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ডায়বেটিসে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকি ২৫ গুণ বেশি রয়েছে

ডিএমইতে আক্রান্ত বাকি জনসংখ্যার তুলনায়। এটা ঘটে, যখন ম্যাকুলা'র ক্ষতিগ্রস্ত রক্তনালী থেকে রক্ত বেরিয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশটিকে দূষিত করে ফুলিয়ে দেয়। এই অবস্থায় দৃষ্টিশক্তির সমস্যা তৈরি হয়।'

সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গ : রেটিনাল ডিজিস–এর উপসর্গগুলি রেটিনাল ডিজঅর্ডার–এর প্রকারভেদ অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। তাহলেও বিভিন্ন ধরনের রেটিনাল ডিজিস–এর সাধারণ উপসর্গ গুলি হল–

* বিশ্বের অন্ধত্বের ৮.৭% বয়স সম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন–এর কারণে হয়ে থাকে।
* বিশ্বের অন্ধত্বের ৪৮% ডায়বেটিক রেটিনোপ্যাথি'র কারণে হয়ে থাকে

* ঝাপসা বা বিকৃত দৃষ্টি
* রঙের অক্ষম দৃষ্টি
* কনট্রাস্ট বা রঙের সংবেদনশীলতা লোপ পাওয়া
* দৃষ্টিতে ডার্ক স্পট তৈরি হওয়া
* সরলরেখাকে বাঁকা হিসেবে দেখা
* একটি দূরত্বে দেখতে অসুবিধা

সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

ভিআরএসআই–এর অনারারি সেক্রেটারি ও হায়দ্রাবাদের এলভি প্রসাদ আই ইনস্টিটিউট–এর ক্লিনিক্যাল রিসার্চ হেড ডাঃ রাজা নারায়ণন বলেন, 'রোগীদের রেটিনাল ডিজিস–এর প্রাথমিক লক্ষণ ও উপসর্গের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। প্রায় সময়ই এএমডি'র উপসর্গগুলি বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে বিভ্রান্তি তৈরি করে। ডায়বেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হল– যারা ডায়বেটিক রেটিনোপ্যথিতে বড় রকমের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তাদের উচিৎ প্রতি ছয় মাস অন্তর নিয়মিতভাবে অপথ্যালমোলজিস্ট অথবা রেটিলোলজিস্ট–এর কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া। এএমডি ও ডিএমইকে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত করতে পারলে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।'

বর্তমানে যে সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়, তাতে রোগের গতিকে কমানো কিংবা আটকানো সম্ভব হয়। এ বিষয়ে ভারতে যে সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে তার মধ্যে লেজার ফটোকগুলেশন, অ্যান্টি ভিইজিএফ (ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর) ইনজেকশন এবং সংযুক্ত থেরাপি, যার মধ্যে লেজার ও অ্যান্টি–ভিইজিএফ চিকিৎসা রয়েছে।

দেশ–দেশান্তরে

কৈলাশ–মানস–অমরনাথ

দুর্গম হিমালয়ের বুকে দুই যাত্রার হাড় হিম করা অভিযান চলছে। একদিকে অমরনাথ যাত্রায় চলেছে মানুষ। অন্যদিকে আর এক দল পূণ্যার্থী ফিরছেন কৈলাশ ফিরতি অভিযাত্রীর দল। যদিও তাদের উদ্ধার করে আনা হয়েছে নিরাপদ স্থানে। নেপালে। এপারে বন্ধ রয়েছে অমরনাথের পথ। ধস আর প্রবল বর্ষণে। যাত্রীদের তবু কোনও দুঃখ বা আক্ষেপ নেই। দেবতার কাছে পৌঁছাতে কষ্ট তো করতেই হবে। এর চেয়ে আরও অনেক যন্ত্রণা তারা সহ্য করতে রাজি। প্রশান্তি তাদের চোখেমুখে।

চেনা চিন, অচেনা চিন

ডোকলামে মুখোমুখি দ্বৈরথে অচেনা চিন চেনা হয়ে উঠেছিল। মনে করিয়ে দিয়েছিল ৬২–র চিন আগ্রাসনকে। বন্ধ হয়ে উঠেছিল কূটনৈতিক মত বিনিময়। পরিস্থিতি ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। বর্তমানে এক চিনা প্রতিনিধি দল ভারতে সফর করছেন। খুব শীঘ্রই আসতে পারেন চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আলোচনা হতে পারে সাময়িক সমঝোতা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিতর্ক ও সীমান্ত সংঘাত নিয়ে। ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফ চায়নাকে ভারতে শাখা খোলার অনুমতি দিয়েছে। পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানো চিনকে কাছে টানতে চাইছে ভারত। আগ্রাসন–বিরোধিতা নয়, সহযোগিতায় পরিণত করতে হবে চিনের শক্তিকে। পারলে মোদীর মুকুটে দেখা যাবে আরও একটি সাফল্যের পালক।

ভারত–ব্রিটেন সমঝোতা স্বাক্ষরে অনুমোদন

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে আইন ও বিচার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং একটি যৌথ পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের বিষয়ে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরে অনুমোদন জানাল নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার আজকের বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের ফলে দু দেশের আইনজীবী ও সরকারি আমলাদের মধ্যে অভিজ্ঞতার আদান–প্রদান, তাঁদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন আদালতে দায়ের করা মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য আইনি সহায়তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অপব্যবহারের সতর্কতা হোয়াটসঅ্যাপকে

হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক মাধ্যমে অপব্যবহারের বিষয়ে সকলকে সতর্ক করল কেন্দ্র। সম্প্রতি লক্ষ করা গেছে যে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হেনস্থার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে প্রচুর পরিমানে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও প্ররোচনামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে বহু নিরীহ মানুষের হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে। অসম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে যেসব দুঃখজনক হত্যাকান্ড ঘটেছে, তা খুবই বেদনাদায়ক ও অনুশোচনীয়। দোষীদের শাস্তি দিতে প্রশাসনের আইনশৃঙ্খলা দপ্তর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যমে এমন প্ররোচনামূলক বার্তার বারংবার প্রচারও অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এরকম একটি সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের বার্তার প্রচারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। হোয়াটসঅ্যাপের উচ্চপদস্থ পরিচালকদের এইসব বিষয়ে আপত্তির কথাও জানানো হয়েছে। এইসব ভুয়ো ও উত্তেজনাপূর্ণ বার্তার প্রচার রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ধরনের বার্তার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করার জন্যও কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে। এটাও জানানো হয়েছে যে হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব এড়াতে পারে না, বিশেষ করে যখন দুর্বৃত্তরা উন্নত প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে প্ররোচনামূলক বার্তা প্রচার করছে যার ফলে হিংসা ছড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে হোয়াটসঅ্যাপকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরনের দুষ্কর্ম রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দ্বীপের সামগ্রিক উন্নয়নের পর্যালোচনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন দ্বীপের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রগতি পর্যালোচনা করেন। ২০১৭–র পয়লা জুন, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা গঠন করে। তাতে সামগ্রিক উন্নয়ন তালিকায় আনা হয় ২৬টি দ্বীপকে। মূল পরিকাঠামোমূলক প্রকল্প, ডিজিটাল সংযোগ, গ্রিন এনার্জি, বর্জ্য পরিচালন, মাছ চাষ বাড়ানো, পর্যটন–ভিত্তিক প্রকল্পগুলির উন্নয়ন–সহ সামগ্রিক উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে নীতি আয়োগ একটি রিপোর্ট পেশ করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী সুসংহত পর্যটন কেন্দ্রিক বাস্তু ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। দ্বীপগুলিকে সৌরশক্তির ওপর ভিত্তি করে, শক্তিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্যও প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান।

পাশাপাশি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণকারী বিদেশিদের জন্য নিয়ন্ত্রিত এলাকা অনুমতিপত্রের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিদ্ধান্ত নিয়েও আলোচনা করেন মোদী। লাক্ষাদ্বীপের কাজকর্ম পর্যালোচনাকালে, প্রধানমন্ত্রীকে টুনা মাছ চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে জানানো হয়। লাক্ষাদ্বীপে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজকর্মের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

মাঙ্গলিকী

জাদু আড্ডায় ম্যাজিক অথরিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ মে, ২০১৮তে রবিবার ম্যাজিক অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আয়োজনে প্রথম জাদুচর্চার আড্ডা বসেছিল সংগঠনের সদর দফতর ৪৪ নম্বর শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া ঠিকানায়। ১৭ জন জাদুকর/জাদুপ্রেমীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে উক্ত আড্ডা জমে উঠেছিল। সঙ্গে ছিল সংগঠনের সভাপতি শ্রী দেবাশিস সাহারায় মহাশয়ের তরফ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা। আড্ডার কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনার জন্য আহ্বান জানান সংগঠনের সম্পাদক জাদুকর আশিস মুখার্জি। সকলেই সংগঠনের তরফে স্বল্প প্রতিনিধি ব্যয়ের বিনিময়ে আয়োজিত বিগত ২ এবং ৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ দুইদিন ব্যাপী জাদু উৎসবের তারিফ করেন।

তাঁদের আলোচনা ও সমালোচনায় সংগঠনের ভবিষ্যতের চলার পথ আরও সুগম হয়। উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন জাদুকর ও আইনজীবী মানস সিনহা, জাদুকর ভোলানাথ দাস, শৈলেশ্বর মুখার্জি, নারায়ণ চৌধুরী, বি সি রাহা প্রমুখ। সম্পাদক তার বক্তব্যে জানানা এই আড্ডার শুভারম্ভে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশ্ববন্দিত জাদুশিল্পী তৎসহ এই সংগঠনের ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এবং গাইড জাদুকর ডঃ পি সি সরকার(জুনিয়র)। এছাড়াও সংগঠনের আগামী কর্মসূচি সম্পর্কে সকলকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বাংলা ও কলিকাতায় জাদু আড্ডার ইতিহাস এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অতঃপর জাদুচর্চার আড্ডায় উপস্থিত জাদুকরগণের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হন। একজন মহিলা শিক্ষার্থী জাদুকর শ্রীমতি জয়ন্তী ধর কাবের (আইনজীবী) উপস্থিত ছিলেন এই আসরে। জাদু বিদ্যার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়। গত ২৫ মে আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'ম্যাজিক অথরিটির আসন্ন অনুষ্ঠান' শীর্ষক কলমটি পাঠ করেন সম্পাদক। আড্ডায় একটি আকর্ষণীয় ম্যাজিকের কৌশল সম্পর্কে অবহিত করেন জাদুকর প্রবীর কুমার। জাদু সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনাকে অলংকৃত করেন জাদুকর, সাংবাদিক এবং জাদু উদ্ভাবক শ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুর বার্তার 'মনের খেয়াল' বিভাগে প্রকাশিত তাঁর 'জাদু বর্গের জাদু' এর প্রতিলিপি উপস্থিত সকলকে প্রদান করা হয়। এই আড্ডায় জাদু পরিবেশন করেন জাদুকর ভোলানাথ দাস, প্রবীর কুমার, এ কুমার, জয় কুমার, এম কে মজুমদার, বি সি রাহা, আশিস মুখার্জি, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস সাহারায়।

রুমাল, তাস, দড়ি, টাকা, দড়ি ও রিং, অদ্ভুত উৎপাদন বাক্স, ডিম উৎপাদন ব্যাগ প্রভৃতি উপাচারে জাদু আড্ডা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করেন জাদুকর ভোলানাথ দাস। আড্ডা সঞ্চালনা করেন সম্পাদক আশিস মুখার্জি। বেশ কিছু বিশিষ্ট জাদুকর টেলিফোনে ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে কথা দিয়েও উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তী আড্ডায় উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন সকলেই। আগামী খবরের অপেক্ষায় রইলাম আমরা সকলেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন উদযাপন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটিতে কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম ভবনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮১তম জন্মদিন উদযাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ সহ রাজ্যের বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষা বিভাগ। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পরিচালনায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন সাংসদ দিনেশ ত্রিবেদী ও নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল, সাহিত্য সম্রাট প্রসঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁর ১৮১তম জন্ম বর্ষ স্মরণ ও উদযাপন। বিশিষ্ট আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ, অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামী, অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ। সাহিত্য সংলাপে ছিলেন কবি জয় গোস্বামী, অধ্যাপক অভীক মজুমদার। বিশিষ্ট অতিথিদের আসন অলংকৃত করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, নৈহাটি পুরসভার পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সাংস্কৃতিক সমাবেশে ছিলেন বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীবৃন্দ। সুবর্ণ গোলক অবলম্বনে নাট্য পরিবেশনা করে নৈহাটির সেমন্তী নাট্য সংস্থা এবং কমলাকান্তের দফতর অবলম্বনে নাট্য পরিবেশনা করে নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সঙ্ঘ।

আঁকা, ছবি এবং ভাস্কর্য নিয়ে ২৮ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে এক যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। যার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সুরের জাদুকর পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, কলকাতা পুলিশের এসিপি শোভন গুণাকার মিত্র এবং অন্যান্যরা। সমগ্র প্রদর্শনীর রূপায়ণে ছিল রাখি রয় এবং অর্জুন ভট্টাচার্য।

দত্তকুলোদ্ভব কবি মধুসূদন

২৯ জুন ছিল কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৪৫ তম মহাপ্রয়াণ দিবসকে স্মরণ করে লিখছেন অকারণ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩। তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর সমাধিস্থলে স্বরচিত কবিতাটি লেখা রয়েছে,

দাঁড়াও, পথিক–বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ–তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করেন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই তিনি নাটক লেখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন শর্মিষ্ঠা' নামক একটি নাটক। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, যথা: 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ 'পদ্মাবতী' নাটক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিতাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। ১৮৬০ খৃস্টাব্দেই তিনি অমিতাক্ষরে লেখেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। এরপর একে একে রচিত হয় 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১) নামে মহাকাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতা (১৮৬৬)। যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম তাঁর। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণ বশত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন আকৃষ্ট হন নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি। এই সময়েই তিনি বাংলায় নাটক, প্রহসন ও কাব্যরচনা করতে শুরু করেন। মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিতাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিতাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি: দ্য ক্যাপটিভ লেডি, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী (নাটক), পদ্মাবতী (নাটক), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, হেকটর বধ ইত্যাদি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যক্তিগত জীবন ছিল নাটকীয় এবং বেদনাময়। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে কলকাতায় কপর্দকশূন্য করুণ অবস্থায় মৃত্যু হয় এই মহাকবির।

১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান। রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের এক খ্যাতনামা উকিল। মধুসূদন দত্তের যখন সাত বছর বয়স, সেই সময় থেকেই তাঁকে কলকাতায় বসবাস করতে হত।

খিদিরপুর সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোডে (বর্তমানে কার্ল মার্কস সরণী) অঞ্চলে তিনি এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। মধুসূদন দত্তের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু তাঁর মাতৃদেবী জাহ্নবী দেবীর কাছে। জাহ্নবী দেবীই তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত করে তোলেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে মধুসূদন কলকাতায়

আসেন। স্থানীয় একটি স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর তিনি তদনীন্তন হিন্দু কলেজে (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। মধুসূদন দত্ত খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই অচিরেই কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। রিচার্ডসন মধুসূদনের মনে কাব্যপ্রীতি সঞ্চারিত করেছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগের স্মৃতিও তাঁকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করতো, এছাড়া কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আঠারো বছর বয়সেই মহাকবি হওয়ার ও বিলাতে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

১৮৪৩ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এরপর ওই বছরই ১৩ ফেব্রুয়ারি মিশন রো–তে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামে এক অ্যাংলিক্যান চার্চে গিয়ে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন পাদ্রী ডিলট্রি। তিনিই মধুসূদন দত্তকে মাইকেল নামকরণ করেন। মধুসূদন পরিচিত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে। তাঁর এই ধর্মান্তর সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর বিধর্মী পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর মধুসূদন শিবপুরের বিশপস কলেজে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যান। এখানে তিনি গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে পরিত্যাগ করলেও, বিশপস কলেজে পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করছিলেন। চার বছর পর তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করেন। বিশপস কলেজে কয়েকজন মাদ্রাজি ছাত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। বিশপস কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে যখন কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন মধুসূদন। তখন তাঁর সেই মাদ্রাজি বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) চলে যান মধুসূদন। কথিত আছে, আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতসারে নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে সেই টাকায় মাদ্রাজ গিয়েছিলেন তিনি।

মাদ্রাজেও বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি মধুসূদন দত্ত। স্থানীয় খ্রিস্টান ও ইংরেজদের সহায়তায় তিনি একটি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি পান। তবে বেতন যা পেতেন, তাতে তাঁর ব্যয়সংকুলান হত না। এই সময় তাই তিনি ইংরেজি পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাদ্রাজ ক্রনিকল পত্রিকায় ছদ্মনামে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দু ক্রনিকল নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি দ্য ক্যাপটিভ লেডি তাঁর প্রথম কাব্যটির রচনা করেন। কবি ও দক্ষ ইংরেজি লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মাদ্রাজে আসার কিছুকাল পরেই মধুসূদন রেবেকা ম্যাকটিভিস নামে এক ইংরেজ যুবতীকে বিবাহ করেন। উভয়ের দাম্পত্যজীবন সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল। রেবেকার গর্ভে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্বে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার অল্পকাল পরে মধুসূদন দত্ত এমিলিয়া আঁরিয়েতা সোফিয়া নামে এক ফরাসি তরুণীকে বিবাহ করেন। আঁরিয়েতা মধুসূদনের সারাজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। এদিকে মাইকেল তাঁর এক কপি দ্য ক্যাপটিভ লেডি বন্ধু গৌরদাস বসাককে উপহার পাঠালে, গৌরদাস সেটিকে জে ই ডি বেথুনের কাছে উপহার হিসেবে পাঠান।

উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে অভিভূত বেথুন মাইকেলকে চিঠি লিখে দেশে ফিরে আসতে এবং বাংলায় কাব্যরচনা করতে পরামর্শ দেন। ১৮৫৬ সালে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন। পত্নীকে সেই সময় তিনি সঙ্গে আনেননি। নাটক বাংলা নাটকে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক। ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার, জে. সি. গুপ্ত ও রামনারায়ণ তর্করত্নের হাত ধরে বাংলায় শৌখিন রঙ্গমঞ্চে নাট্য মঞ্চায়ন শুরু হয়। এই সময় লেখা নাটকগুলির গুণগত মান খুব ভাল ছিল না। ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকটি অভিনীত হয়। শিল্পগুণবিবর্জিত এই সাধারণ নাটকটির জন্য জমিদারদের বিপুল অর্থব্যয় ও উৎসাহ দেখে মধুসূদনের শিক্ষিত মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি নিজেই নাট্যরচনায় ব্রতী হন। রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত নাট্যশৈলীর প্রথা ভেঙে তিনি পাশ্চাত্য শৈলীর অনুসরণে প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদনের নাট্যচর্চার কাল ও রচিত নাটকের সংখ্যা দুইই সীমিত। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ – এই তিন বছর তিনি নাট্যচর্চা করেন। এই সময়ে তাঁর রচিত নাটকগুলি হল: শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)। এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন (১৮৭৪) নামে একটি অসমাপ্ত নাটক। মেঘনাদবধ কাব্য মধুসূদন দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে – অমিতাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্যটি। চরিত্র–চিত্র হিসেবে রয়েছেন – রাবণ, ইন্দ্রজিত, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমূখ। তিনি তাঁর কাব্যকে অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত করেছেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী এতে নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রণা প্রভৃতির সমাবেশও করেছেন। কিন্তু সর্গান্তে তিনি নূতন ছন্দ ব্যবহার করেননি, সর্গশেষে পরবর্তী সর্গকথা আভাসিত করেননি।

যদিও তিনি বলেছিলেন – গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত তবুও কাব্যে করুণ রসেরই জয় হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ–আহৃত কাহিনীর পুণরাবৃত্তি নয় – এটি নবজাগ্রত বাঙালির দৃষ্টি নিয়তি–লাঞ্ছিত নবমানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্যের রূপে অপূর্ব গীতি–কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য এ দিক দিয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যে একক সৃষ্টি। মধুসূদন অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে নির্মাণ–কুশলতা গুণে মহাকাব্যোচিত কাব্য–বিগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। এ কাব্যের তাৎপর্য রাবণ–চরিত্রের প্রতীক। তাঁর সৃষ্ট রাবণ চরিত্রে পরম দাম্ভিকতা প্রকট হয়ে উঠেনি। রামায়ণকে তিনি তাঁর মানবতার আলোকে বিধৌত করে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, তা আসলে রোমান্টিক মহাকাব্য। এ কারণে আকারে 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যোচিত হলেও, এর প্রাণ–নন্দিনী সম্পূর্ণ রোমান্টিক এবং মধুসূদন দত্ত এ কাব্যে জীবনের যে জয়গান করেছেন, তা বীররসের নয়, কারুণ্যের।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। মধুসূদনের শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আইন ব্যবসায়ে তিনি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাছাড়া অমিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কপর্দকহীন(অর্থাভাবে) অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহাকবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে জন্মভূমির প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসার চিহ্ন রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় পংক্তিমালায়। তাঁর সমাধিস্থলে নিচে লেখা যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ–তীরে জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

সাহিত্য সাথীর আসরে স্মরণ সুব্রত ভদ্রকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুব্রত ভদ্র। গভঃ আর্ট কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন পরীক্ষায়। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে বহু বড় কোম্পানিতে চাকরি করেছেন। আবার অসাধারণ ব্যতিক্রমী সঙ্গীত শিল্পী, কবি, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় পারদর্শী ব্যক্তি। তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ লেখাতেও সিদ্ধ হস্ত। বহু বইয়ের প্রচ্ছদ অলংকরণ তাঁরই কাজ। দূরদর্শনে আকাশবাণীতে কাজ করেছেন। তবে সবসময় প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানুষ। তাই সংসারী হয়েও ছিলেন স্বভাবে বহেমিয়ান। সাধারণতঃ বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মনের গঠন এইরকমই হয়। এজন্যেই সাংসারিক অভাবকে অগ্রাহ্য করে মনের ভিতরে থাকেন 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো ক্ষণকালের ছন্দ/ফুরিয়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়ে সেই তারই আনন্দ'–তে 'মত্ত'। তাই সুব্রত ভদ্র হঠাৎই চলে গেলেন কাউকে কিছু না বলে কি অভিমান নিয়ে কে জানে...

নেতাজি নগরে 'সাহিত্য সাথী' সম্প্রতি সুব্রত ভদ্রের স্মরণ সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। আসরে উপস্থিত ছিলেন বাংলার লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু গুণীজন। সভায় একপাশে রাখা ছিল সুব্রত ভদ্রর প্রতিকৃতি ফুলের মালায় আচ্ছাদিত। তারই ফাঁক দিয়ে এক জোড়া চোখ যেন গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল তাঁকে নিয়ে স্মরণ সভা কেমন হয় তা দেখার জন্যে... গোড়ায় ১ মি নীরবতা পালন করা হল সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে। উদ্বোধনী সঙ্গীত, 'তুমি বন্ধু, তুমি নাথ' – পরিবেশন সাহিত্য সাথী গোষ্ঠীরই 'অঙ্গ' 'সাঁঝবাতি'–র দল যাতে বনানী ব্যানার্জীও অংশ গ্রহণের সম্মান পেলেন। এরপর সকলকে সভায় স্বাগতঃ জানালেন সংগঠনের স্থাপক কবি, গীতিকার, সঙ্গী শিল্পী সুজিত দেবনাথ। অতি বেদনা সম্পৃক্ত কণ্ঠে সুব্রত ভদ্রর স্মৃতিচারণা করলেন। এরপর সুব্রত ভদ্রর বহুমুখী প্রতিভার কথা বিস্তৃত ভাবে বললেন, 'সেতু'–র কর্ণধার উদয় চক্রবর্তী।

সুব্রত ভদ্র ছিলেন 'সেতু'র আচার্য্য। বিদেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর কথাও জানালেন। তাঁর আর এক প্রতিভার কথাও বললেন শ্রী চক্রবর্তী– রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তিনি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখাকে হুবহু নকল করে, যে নকলে কোনও দোষ নেই। আছে সুব্রত ভদ্রর আরও এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার ছাপ... 'সেতু'র একটি ভিডিও সিডি–তে বহু প্রতিভামুখী সুব্রত ভদ্রকে চিরকালের জন্যে ধরে রাখা হয়েছে তাও জানালেন। 'সেতু'র প্রথম বছরের অনুষ্ঠানে সুব্রত ভদ্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললেন আমেরিকান কবি (?) লিখেছিলেন, 'লাফ লাফ ফিয়ার' ইজ ডেড, ডেথ ইজ ডেড'–বিদেশী কবির এই উক্তি সুনিশ্চিতভাবে সুব্রত ভদ্রের মতন অকাল প্রয়াত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের প্রতিই শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা (আবারও উচ্চারণ করি, 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো ক্ষণকালের ছন্দ...')। সন্তোষ সরকারের লেখা (সুব্রত ভদ্রকে স্মরণ করে) পাঠ করলেন প্রবীর নন্দী। বরুণ চক্রবর্তী স্মরণ করলেন তাঁর বহুদিনের বন্ধু সুব্রত ভদ্রকে। বললেন তিনি সুব্রত কে নিয়ে সামালিতে বিবেক নিকেতনে আশ্রমেও গেছেন ২৩ শে জানুয়ারি মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠানে। সুজিত দেবনাথ তার ভাষণে আরও বলেন সুব্রত ভদ্রর বহুমুখী প্রতিভার এক বিশেষ দিকে কথা এবং তা হল সুব্রত ভদ্র নাটক রজনাও করে গিয়েছেন।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, বহু বছর আগে এই আসরে সুব্রত ভদ্রর সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়, তারপর রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভায় ধীরে ধীরে সুব্রত ভদ্র তাঁর 'সাইলেন্ট ফ্রেন্ড' হয়ে ওঠেন। তারাশঙ্কর দত্ত ও তাঁর পরিচিত সুব্রত ভদ্রর কথা বলেন। সীমা গুপ্ত তাঁর প্রতিভাবান 'ভাই' সুব্রতর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিচারণা হয়ে উঠল হৃদয়ের কান্নার অনুরণন...

এদিন সুব্রত ভদ্রকে মনে রেখে গানে গানে আসর উজ্জ্বল করলেন সাঁঝবাতীর দল, জয়ন্তী দেবনাথ, সুমিতা সরকার, উৎপল নাথ, স্বপন পতিতুণ্ড (এই সন্ধ্যায় শোনা সেরা সঙ্গীত পরিবেশন; একই মাত্রায় তবলা সঙ্গতে উজ্জ্বল ছিলেন অতনু গায়েন), বনানী ব্যানার্জি, তীর্থ সাহা, সুজিত দেবনাথ, ভবেশ সরকার (রাগমিশ্রিত ব্যতিক্রমী গান) প্রমুখ। বিবিধ পাঠে, স্বরচিত কবিতায় আসরকে আরও যাঁরা উজ্জল করলেন তাঁরা হলেন উদয় চক্রবর্তী, প্রবীর নন্দী, শেফালি সরকার, বিভা সরকার, বিভা সরকার, অনিমা বিশ্বাস প্রমুখ।

সবশেষে জয়ন্তী দেবনাথের কথা আবারও বলতে হয়... 'সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা ছাড়াও আসরে উপস্থিত সকলের জন্যে 'সাহিত্য সাথী'–র 'জননী' হিসাবে চা জলযোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, নিজেও সাঁঝ বাতির দলের মহিলাদের দিয়ে সকলের হাতে এই সব খাদ্য, পানীয় তুলে দেবার মধ্যে দিয়ে সকলকে করে নিলেন 'আপনজন'।

শেষে আবারও বলি। সুব্রত ভদ্র 'তুমি' রইলে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে এক শুকতারা হয়ে।

আরও : এদিন আসরে অনেক দেরিতে আসনে স্বনামখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নবকুমার। আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তাঁর নিজস্ব গণসঙ্গীত ধর্মী গান, সুরও তাঁর দেওয়া, আসরকে উজ্জ্বল করে। এদিন এই প্রতিবেদক আসরের শেষ অবধি থাকতে পারেন নি 'মেট্রো' বন্ধ হয়ে যাওয়ার উদ্বেগে, ফলে আরও কয়েকজনের নানান পরিবেশন উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হন।

'সমকাল ও বিবৃতি' পত্রিকার অনুষ্ঠান

মলয় সুর, হুগলি : রাজ্যে প্রচুর ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা রয়েছে। আমাদের রাজ্যের ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা যা মূলত সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে সমাদৃত, সাদা বাংলায় আমরা যাকে লিটল ম্যাগাজিন বলেই জানি। আকারে ছোট হলেও এইসব ক্ষুদ্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লেখক তাদের সাহিত্য সৃষ্টি প্রকাশের জায়গা খুঁজে পান। এইসব পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে লিখেই বহু অনামী লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক হিসাবে জনমানসে পরিচিতি পেয়েছেন। তাই আকারে ছোট হলেও চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত 'সমকাল ও বিবৃতি' পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। 'সমকাল ও বিবৃতি' পত্রিকার

'গ্রীষ্ম–বর্ষা' সংখ্যা রবিবার (১লা জুলাই) চুঁচুড়া উইমেন্স কলেজের অডিটোরিয়ামের মঞ্চে প্রকাশিত হল, এদিন প্রথম মঞ্চে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শরণ্যা দে ও সুদীপ চক্রবর্তী। এরপর সঞ্চারি গুপ্ত নৃত্য দর্শকদের বেশ উপভোগ্য হয়। অসাধারণ নিবেদন সন্ধ্যার পরিপূর্ণ আবেশ এনে দেয়। এই পত্রিকাই চুঁচুড়ার বইমেলা পরিচালনা করে। এদিন বিজয় মোদক স্মারক বক্তৃতা সম্পর্কে সমকালের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ প্রফেসর ডঃ অমিত দে। এছাড়া লেনিন, স্ট্যালিন ও ম্যাক্সিম গোর্কি সমন্বিত ঐতিহাসিক চলচিত্র দেখানো হয়। এটিই ছিল এই সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ নিবেদন। পত্রিকার মূল দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ অনিল বসু। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বাম বিধায়ক নরেন দে, রবীন ব্যানার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠ পরিচালনায় ছিলেন গোপাল বাকী।

নাট্য কর্মশালার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় দু'দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালা শেষ হল গত ১ জুলাই। কাটোয়া মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনে কাটোয়া জাগরী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কমল চট্টোপাধ্যায়। উক্ত শিবিরে বিভিন্ন বয়সি ৩৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানিয়েছেন অপূর্ব চক্রবর্তী। ডিজিটাল গেমসের যুগেও বর্তমান প্রজন্মকে নাটক, যাত্রাপালার প্রতি আকৃষ্ট করার পাশাপাশি নাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এধরনের কর্মশালার আয়োজন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

শেষ পর্যায়ে রুশ বিশ্বকাপ, অঘটনের সুনামিতে একমাত্র আশা সাম্বাকে ঘিরে

অরিঞ্জয় মিত্র

একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে রাশিয়া বিশ্বকাপ। যথারীতি উত্তেজনায় ভরপুর এই টুর্নামেন্টে ঘটে গিয়েছে একের পর অঘটন। যার ধাক্কায় গ্রপ লিগ থেকেই ছিটকে গিয়েছে ৪ বারের বিশ্বজয়ী জার্মানি। শেষ ষোলোয় হেরে বিদায় নিয়েছে বিশ্বের সেরা ফুটবলার মেসির নেতৃত্বাধীন ২ বারের বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা। এছাড়া আরও এক বিশ্বজয়ী দেশ স্পেনেরও পতন ঘটেছে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে। বিশ্বের অন্যতম সেরা সুপারস্টার রোনাল্ডোর পতুর্গালের এবারেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সৌভাগ্য হল না। তবে ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের শেষ ৮ এ যাওয়া নিঃসন্দেহে এই ভরা অঘটনের বাজারেও যথেষ্ট স্বস্তি জুগিয়েছে দুনিয়া জুড়ে থাকা কোটি কোটি ভক্তদের। উদ্যোক্তা দেশ রাশিয়াও বহুদিন পর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছে তাঁদের গোলকিপারের অনবদ্য দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। লেভ ইয়াসিনের দেশ যে এখনও ভালো গোলকিপারের জন্ম দিয়ে চলেছে প্রমাণ মিলেছে তারও। এছাড়া আরও ৩টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তকমাধারী দেশ এবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। এরা হল ১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ১৯৯৮-র বিশ্বজয়ী ফ্রান্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুবার বিশ্বকাপ জেতা উরুগুয়েও অবশ্য এই তালিকায় রয়েছে। কিন্তু সেই রেকর্ড এত আগে সংগঠিত হয়েছিল যে উরুগুয়েকে সেই অর্থে আর ফেভারিট আখ্যা দেওয়া হয় না।

কাভানি-সুয়ারেজের উরুগুয়ে যখন তখন বড়সড় বিপ্লব যে ঘটিয়ে দিতে পারে তা বলাইবাহুল্য। কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নীল-সাদা জার্সিধারী ফ্রান্স। শেষ ষোলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে যে নেপোলিয়নের দেশ হারাতে পারল তার জন্য কৃষ্ণকায় তরুণ এমবাপের কথা বিশেষভাবে বলতে হবে। তার পাগলের মতো দৌড় ২-১ লিড

দেশ জুড়ে ফুটবল ফিভার বাদ যায়নি এ রাজ্যও, পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবে ক্লাবে শুধু নেইমারদের নাম। এমনই এক পাড়ায় প্রিয় খেলোয়াড়দের ছবিতে সেজেছে বিশ্বকাপের সাজ

নেওয়া আর্জেন্টিনাকে শেষ ল্যাপে ছিটকে দিল বিশ্বকাপ থেকে। নিজে জোড়া গোল করে পুরো দলকে উদ্ধুদ্ধ করলেন। মিশেল প্লাতিনি, জিনেদিন জিদান, তিগানাদের সাম্রাজ্যে এমবাপে যে নতুন সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালের সবথেকে কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে নিঃসন্দেহে ব্রাজিল বনাম বেলজিয়াম ম্যাচ। একদিকে ফর্ম ফিরে পাওয়া নেইমার, কুতিনহো, মার্সেলোদের ব্রাজিল, অপরদিকে অ্যাজার-লুকাকুদের দুরন্ত বেলজিয়াম (যে দলকে নতুন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবিদারও বলা হচ্ছে)। এই ম্যাচটি যে দল জিতবে সেই দল যদি কাপ ঘরে নিয়ে যায় তবে অবাক হবেন না ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। সুইডেন কোনওক্রমে সুইৎজারল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও, ইংল্যান্ডের হ্যারি-কেন ঝড়ের সামনে হলুদ জার্সির সুইশরা খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে আয়োজক রাশিয়া আয়োজক দেশের আনুকূল্য ও ডিফেন্সিভ ব্লকিং সিস্টেমের দাপটে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে দেবে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও আর্জেন্টিনাকে গ্রুপ লিগে ৩-০ হারানো ক্রোয়েশিয়ার কাছে হারাবার বলতে তেমন কিছু নেই। রাশিয়াকে হারিয়ে সেমিফাইনালে যেতে পারলে সেটাই হবে তাদের বড় প্রাপ্তি। এভাবে যদি খেলা এগোয় তবে সেমিফাইনালে ব্রাজিল-বেলজিয়ামের ম্যাচের বিজয়ী খেলবে ফ্রান্স-উরুগুয়ে ম্যাচের বিজেতার সঙ্গে। অপরদিকে রাশিয়া-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের জয়ী দল মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-সুইডেন ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে। প্রথম থেকে একের পর এক অঘটন ঘটতে থাকা রুশ বিশ্বকাপের শেষ পর্যায়ের অন্তিম লগ্নে যদি আরও বড় কিছু চমক এসে হাজির হয় তবে ফুটবলবোদ্ধাদের মুখে নির্ঘাত কুলুপ পড়ে যেতে বাধ্য। নিশ্চিতভাবে নতুন কোনও দেশের হাতে বিশ্বকাপ উঠলে সেটাই হবে সবথেকে বড় অঘটন। সেক্ষেত্রে বাজির ময়দানে ভেসে উঠছে বেলজিয়ামের নামই।

এই বিশ্বকাপে এত বড় বড় দল বা ভারিক্কি মার্কা প্লেয়ার থাকা সত্ত্বেও জাপান-বেলজিয়াম ম্যাচ সবথেকে সেরা ম্যাচের মর্যাদা পাচ্ছে। শক্তিশালী বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জাপান যে লড়াইটা দিল তাতে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে প্রত্যেকটি এশিয়াবাসীর। একটা সময় ২-০ এগিয়ে থাকা জাপান শেষপর্যন্ত ২-৩ হেরে যায় ম্যাচটি। উদিত সূর্যের দেশ যে এরকম দুরন্ত খেলবে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি বিশ্ব ফুটবলের তাবড় বিশেষজ্ঞরা। এরকম গতি আর পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারলে ২০২২-এর কাতার বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট হয়ে উঠতেই পারে জাপান। জাপানের সঙ্গেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিতে হবে এশিয়ার আরও এক শক্তিশালী টিম কোরিয়াকেও। শেষ ষোলোয় না উঠতে পারলেও যে দুর্ধর্ষ পারফরমেন্সে কোরিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে ২-০ হারাল তাও এই বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা বিজ্ঞাপন। এছাড়াও মনে রাখার মতো প্রদর্শন করতে দেখা গেল ইরানকেও।

আফ্রিকার সেনেগাল, নাইজেরিয়ার খেলাও বহুদিন মনে থাকবে। সে যতই তারা গ্রুপ লিগ থেকে ছিটকে যাক না কেন। এছাড়াও কলম্বিয়া, মেক্সিকো, সার্বিয়ার খেলাও চিরদিন মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে দুনিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা ফুটবল সমর্থকদের কাছে। সব খেলার সেরা সে যে ফুটবল তা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাশিয়া বিশ্বকাপ। এখনও অন্য যে কোনও খেলার থেকে ফুটবলের গরিমা ও গ্ল্যামার যে অনেক বেশি তাও পরিস্কার হচ্ছে একের পর এক ম্যাচে সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়ে। সেই ভিড় তো আর সাদামাটা নয়, একেবারে নানা রঙের বর্ণালীতে আলোকিত। যা ফুটবল বিশ্বের কাছে সবসময় পাঠাবে সেই অনবদ্য সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা যা সমৃদ্ধ করে চলেছে ফুটবলকে আদি-অনন্তকাল ধরে।

বিশ্বকাপের উন্মাদনায় ভরপুর বৃদ্ধাশ্রম

মলয় সুর : ফুটবল বিশ্বকাপের আঁচ লেগেছে বৃদ্ধাশ্রমে। প্রতিদিন রাতে সকলে মিলে গভীর রাত পর্যন্ত জাগছেন চন্দননগরে নবগ্রামে 'আনন্দলোক' বৃদ্ধাশ্রমে। তবে

যাদের শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, তাদের জাগতে দিচ্ছেন না বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছে। এই বৃদ্ধাশ্রমে বেশ কয়েকবছর ধরেই রয়েছেন অনেকেই। এমন কি একসময় কলকাতা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলতেন রবি দাস। মাঝারি দলেও চুটিয়ে খেলেছেন। সত্তরোর্ধ্ব রবি বলেন, প্রতি রাতেই খেলা দেখছি। সকলে বকাবকি করছে। কিন্তু ফুটবল না দেখলে ঘুম আসতে চায় না। তাঁর কথায়, এখন খেলার ফর্ম্যাট বদলে গিয়েছে। আমাদের সময় ফুটবলটা অন্য নিয়মে খেলা হতো।

এদিকে আবাসিক আশ্রমের বৃদ্ধারাও ফুটবলে মশগুল রয়েছেন। তবে খেলার বিশেষ কিছুই বোঝে না। কিন্তু টিভিতে ফুটবল দেখে প্রাণভরে। তখন বৃদ্ধাশ্রমের সবাই খেলা পাগল হয়ে যান। কেউ ব্রাজিল আবার অন্যজন আর্জেন্টিনা। চুলোচুলি লেগে থাকেই ফুটবল নিয়ে। সকলে মিলে বিশ্বকাপের প্রথমদিন কেক কাটেন। আর তারই মাঝে মেসি-নেইমারের ভক্তরা একঘরে টিভির পর্দায় ফুটবলের বিশ্লেষণ করেন। এই অশীতিপর বয়স্ক মানুষরা কেউ কেউ আর্জেন্টিনার ফ্যান, মেসি। আজেন্টিনা হেরে বিদায় নেওয়ার পর অনেকের মন ভেঙেছে। কিন্তু ব্রাজিল আছে, তাঁদের সাম্বা নাচের ছন্দ তাই এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করছে।

আগামীর তারকা ক্যারাটে মাস্টার ছোট্ট শুভম

রিম্পি ঘোষ: হিন্দমোটরের ১ নম্বর জয়ন্তনগর কলোনির বাসিন্দা ছোট্ট শুভম ওঁরাও। বয়স মাত্র ৫ বছর ৩ মাস। বাবা মন্টু ওঁরাও রিক্সা চালান। মা সবিতা ওঁরাও গৃহবধূ। পরিবারে বাবা, মা ছাড়াও রয়েছেন শুভমের ঠাকুমা। হিন্দমোটর বুলবুল শিক্ষা নিকেতনের কেজি. - ২ এর ছাত্র শুভম এই ছোট বয়সেই জীবনে অনেক ওঠাপড়া দেখেছে। বয়স যখন মাত্র সাড়ে চার তখন হিন্দমোটরের উদয়নপল্লীর ক্লাবে ভর্তি হয় ক্যারাটে শেখার জন্য।

কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক সিহান তারকনাথ সর্দার ও সেনসি নন্দন গুছাইতের তত্ত্বাবধানে ২০১৭ সালে রাজ্যস্তরের কানিনজুকো ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে রূপো জিতে সাড়া ফেলে দেয় ছোট্ট শুভম।

এরপর আর তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাত্র কয়েক মাসের প্রশিক্ষণেই ২০১৭ সালে রাজ্যস্তরের আন্তঃ বিদ্যালয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ব্রোঞ্জ ও কুমিতেতে রূপো, এই বছর ২০১৮ সালে রিষড়া গসপেল হোমে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ও কাতায় ব্রোঞ্জ ইত্যাদি পদক ঠাঁই পেয়েছে শুভমের ঝুলিতে। কারটুনের ভক্ত

শুভম ক্যারাটে শেখার পাশাপাশি আঁকাও শেখে। সে ফুটবল খেলা দেখতে ভালোবাসে। ভবিষ্যতে শুভম ডাক্তার হতে চায়।

অপ্রতিরোধ্য টিম ইন্ডিয়া

ইংল্যান্ডেও দাপট দেখানো শুরু কুলদীপের

পাঁচুগোপাল মিত্র: আবারও একটা বিদেশ সফরে অপ্রতিরোধ্য টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে

প্রোটিয়াদের নাস্তানাবুদ করার পর ইংল্যান্ডেও সেই ধারাবাহিকতা অটুট রাখতে আরম্ভ করেছে টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিনের সিরিজের আধিপত্যও বজায় রাখল বিরাট ব্রিগেড। যার প্রধান কারিগর হিসাবে শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা বা কে এল রাহুলকে ছাপিয়েও উঠে আসছে চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদবের নাম। এর ফলে আরও একটা দিক পরিস্কার হয়ে গেল শুধু ঘরের মাঠে বাঘ নয়, টিম ইন্ডিয়া এখন বিদেশের মাটিতেও সিংহ। দীর্ঘদিনের এই অপবাদ ঘোঁচানোর যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল বাঙালির আইকন তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে সেটাই এখন ফুলেফলে বিস্তৃত হয়েছে বিরাট শাসনে। সত্যি বলতে টানা এতগুলি সিরিজ পকেটে পোরা যে চাট্টিখানি কথা নয় সেটা মানছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে তামাম ক্রীড়াপ্রেমী। আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে এই পারফরমেন্স দেশকে অনেকটাই এগিয়ে রাখল একইসঙ্গে। তবে এতকিছু ভালোর মধ্যেও মিডল অর্ডারে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন আপের ধেরিয়ে যাওয়ার যে নতুন রোগ দেখা দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। আগামী কিছুদিন অবসরের ফাঁকে হয়তো এদিকটা মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখবেন রবি শাস্ত্রী ও বিরাট কোহলি।

ইতিমধ্যেই দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মার দাপটে প্রথম একদিনের ম্যাচ সহজেই জিতে নিয়েছে ভারত। যেভাবে ধাওয়ান ও রোহিত আইরিশ বোলারদের ছাতু করেছেন তা ভারত অধিনায়ক কোহলিকে ভরসা দিতে বাধ্য। ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ শুরুর অব্যবহিত আগে দলের ওপেনিং জুড়ির এই সাফল্য যে কোনও অধিনায়ককেই খুশি করবে তা বলাইবাহুল্য। তাছাড়াও এই সিরিজে ভুবনেশ্বর কুমারের মতো অসাধারণ সুইং বোলার থাকায় সফরটা ভারতের পক্ষে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তার ওপর উমেশ যাদবের দ্রুত গতির পেস আক্রমণ, ইশান্ত শর্মার অভিজ্ঞতা ও দুই চায়নাম্যান স্পিনার যজবেন্দ্র চহ্বাল ও কুলদীপ যাদবের দুর্দান্ত ফর্মে থাকা (যা বোঝা গিয়েছে আইরিশদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই) এগিয়ে রাখছে টিম কোহলিকে। তাছাড়াও সুরেশ রায়না, হার্দিক পাণ্ডিয়াদের মতো খেলোয়াড় যে টিমে থাকবে সে তো সম্পদ হয়ে উঠবেই। বিশেষ করে কুলদীপ যাদবের বোলিংয়ের মাথামুণ্ডু বুঝতে প্রথম থেকেই ব্যর্থ ইংরেজরা। বস্তুত, ঘরের মাঠে কোনও স্পিন অ্যাটাকের সামনে এমন ল্যাজেগোবরে শেষ কবে যে হতে হয়েছে ইংল্যান্ড বাহিনীকে সেটাও এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। এরপর যদি যজবেন্দ্র চহ্বালের কামাল শুরু হয় তবে ইংল্যান্ড কোন তিমিরে গিয়ে পৌঁছাবে সেটা ভেবে নিশ্চিতভাবে শঙ্কিত হচ্ছেন তাদের সমর্থকরা। ভাবা যায় এই ইংল্যান্ড মাত্র কদিন আগেই টেস্ট ও একদিনের সিরিজ উভয়তেই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শানদার পারফর্ম করেছে। তাদের এই হতশ্রী দশা স্বাভাবিকভাবেই চমকে দিয়েছে দুনিয়ার তামাম ক্রিকেট ভক্তদের।

মহম্মদ আজহারউদ্দিনের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণী পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে। যার ফলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ ৩-০ জেতার পর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখা যেত টিম ইন্ডিয়াকে। বস্তুত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ জয় বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারানো এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে। যা এই ধারনা খানিকটা হলেও বদলে দিতে থাকে। বহুদিন পরে যেন পালটা মার দিতে শিখল ভারত। এটা যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান, যার জেরে গড়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। যা নানা প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষী, পৃথক আহারাদিতে বিশ্বাসীদের এক কমিউনে নিয়ে আসে।

আর বিরাট কোহলি হলেন সেই ক্যাপ্টেন যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু-দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। এখন সেই বিজয় রথের নিচে চাপা পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডও। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com